

এসো কুরআন শিখি

সংকলনে:

আলহাজ্জ মাওলানা কুরী মোঃ সেলিম



প্রকাশনায়

সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (রেজিঃ নং-১২২৪৫)

সংকলনে : আলহাজ্জ মাওলানা কুরী মোঃ সেলিম

এসো কুরআন শিখি

নূরানী মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ

হাফিয, কুরী, আলিম-ওলামাগণ মাত্র ২মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশ্বের যে কোন জায়গায় আধুনিক ও ডিজিটাল সিস্টেমে, সর্বস্তরের মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে আদর্শ অনুসরণ যোগ্য দক্ষ মুয়াল্লিম/শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলুন।



আলহাজ্জ মাওলানা কুরী মোঃ সেলিম



প্রাতিষ্ঠান
সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

অফিস: বাড়ী ৩৯, রোড ১৬, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৫৭৪১২৭৫৮/০১৯১১১১৫০২৬

www.eshoquranshikhi.com
eshoquranshikhi

qari salim
qarisalim84@gmail.com

eshoquranshikhi
01757412758

এসো কুরআন শিখি

এসো কুরআন শিখি

ইলমি তাজউয়ীদ সম্পাদনায়

শাইখ হাফিয ক্বারী আব্দুল হক

সভাপতি, হুফফায়ুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দু'য়া ও নজরে ছানী

মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ্ আইয়ুবী

খতীব, গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ১৩নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা।

উপদেষ্টা, সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা।

শাব্দিক অর্থ ও তরজমা সম্পাদনায়

হাফিয মাওলানা মুফতী আলাউদ্দীন আফ্রিকী

সাবেক শাইখুল হাদীস, জামিয়া মালিকা, যোম্বা, মালাভী, সেন্ট্রাল আফ্রিকা
মুহাদ্দীস, দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বৌরা, লঞ্জীপাড়া, খিলক্ষেত, ঢাকা।

সংকলনে

আন্তর্জাতিক কুরআন শিক্ষার গবেষক ও ডিজিটাল সিস্টেমে কুরআন শিক্ষার উদ্ভাবক
আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যানঃ সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন
নিয়মিত আলোচকঃ বাংলাদেশ বেতার। পরিচালকঃ এসো কুরআন শিখি অনুষ্ঠান, মাই টিভি
অফিসঃ বাড়ী ৩৯, রোড ১৬, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৪১২৭৫৮, ০১৯১৯১৯৫৩২৪-৬

হাদিয়া : ২০০/- টাকা মাত্র

সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

এসো কুরআন শিখি

সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের অনুমোদনের সনদ পত্র

Issue No. 2339 Date:08/10/2015



Certificate of Registration of Societies (under Act XXI of 1860)

No. S-12245/2015

I hereby certify that SAHIH TA'LIMUL QURAN FOUNDATION has duly been filed and registered in this office under the Societies Registration Act, 1860.

Given under my hand at Dhaka, this Eighth day of October two thousand and fifteen.

*By order of
Registrar*

*Assistant Registrar
Registrar of Joint Stock Companies & Firms
Bangladesh*



N.B. This certificate is digitally signed. Please find the soft copy to verify the signature.

সূচীপত্র

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা	সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সমূহ	২	৩২	র হরফ পড়ার নিয়ম	৩৭
২	ইলমুত তাজউয়ীদ	৩	৩৩	মাশাআল্লাহ ও ইংশাআল্লাহ এর ব্যবহার	৩৮
৩	আরবী হরফ পরিচিতি	৪	৩৪	আনা শব্দ পড়ার নিয়ম, আলিফে যা-ইদাহ্	৩৯
৪	মোট হরফের পরিচয়	৫	৩৫	তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ করার নিয়মাবলী	৪০
৫	মুরাক্কাব	৬	৩৬	ছাকতাহ্-সহ ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিষয়	৪২-৪৫
৬	হরকতের পরিচয় ও ব্যবহার	৭	৩৭	নুনে কুত্বনী	৪৬
৭	যবরের উচ্চারণ	৮	৩৮	হরফে মুকাত্তয়াত	৪৭
৮	গুধু মাত্র যবর দিয়ে বানান শিক্ষা	৯	৩৯	কুরআন মাজীদের সিজদা সমূহ	৪৯
৯	যেরের উচ্চারণ	১০	৪০	কালিমাহ সমূহ	৫০-৫২
১০	গুধু মাত্র যবর এবং যের দিয়ে বানান শিক্ষা	১১	৪১	আজান, ইকামাত ও জাওয়াব	৫৩
১১	পেশের উচ্চারণ, পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য	১২	৪২	আজানের দু'য়া, ছানা	৫৪
১২	গুধু মাত্র যবর, যের ও পেশ দিয়ে বানান শিক্ষা	১৩	৪৩	সূরাভুল ফাতিহা	৫৫
১৩	তানউয়ীনের উচ্চারণ	১৪	৪৪	সূরাভুল ফীল, সূরাভুল কুরাইশ	৫৬
১৪	জব্বরের উচ্চারণ	১৫	৪৫	সূরাভুল মাউন, সূরাভুল কাউছার	৫৭
১৫	জব্বর ব্যবহারের মাধ্যমে বানান শিক্ষা	১৬	৪৬	সূরাভুল কাফিরুন, সূরাভুল নাহর	৫৮
১৬	কুলকুলাহ এর পরিচয়, শব্দের মাধ্যমে কুলকুলাহ শিক্ষা	১৭	৪৭	সূরাভুল লাহাব, সূরাভুল ইখলাছ	৫৯
১৭	মাদ্দ এর হরফের পরিচয়, মাদ্দ লম্বা করার পরিমাণ	১৮	৪৮	সূরাভুল ফালাক, সূরাভুল নাস	৬০
১৮	মাদ্দ এর হরফের পরিচয় (যবর দিয়ে)	১৯	৪৯	রুকু সিজদার তাসবীহ	৬১
১৯	মাদ্দ এর হরফের পরিচয় (যের দিয়ে)	২০	৫০	তাশাহুদ, দরুদে ইব্রাহীম, দু'য়া মাসুরা ও দু'য়া কুন্স	৬২-৬৪
২০	মাদ্দ এর হরফের পরিচয় (পেশ দিয়ে)	২১	৫১	সালাম, তাওবা, মুনাজাত	৬৫
২১	খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ এর ব্যবহার	২২	৫২	মৃত ব্যক্তির জানাযার দু'য়া সমূহ	৬৬-৬৮
২২	লীনের হরফের পরিচয়	২৩	৫৩	কবরের প্রশ্ন উত্তর	৬৮
২৩	লীনের হরফ দিয়ে বানান শিক্ষা	২৪	৫৪	ঋণ থেকে মুক্তির দু'য়া, বিপদ হতে রক্ষার দু'য়া	৬৯
২৪	তাশদীদের পরিচয়	২৫	৫৫	আয়াতুল কুরসি ও সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত	৭০-৭১
২৫	গুন্নাহূ'র পরিচয়	২৬	৫৬	সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৭২
২৬	মাদ্দ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, এক আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়	২৭-২৮	৫৭	গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়	৭৩
২৭	তিন আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়	২৯	৫৮	মহান আল্লাহর সুন্দর নাম	৭৪-৭৯
২৮	চার আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়	৩০	৫৯	মাছনুন দু'য়া সমূহ	৮০
২৯	নুন সাকিন ও তানউয়ীন-এর পরিচয়	৩১-৩৪	৬০	দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসআলা	৮১-৮৩
৩০	মীম সাকিন এর পরিচয়	৩৫	৬১	মাখরাজ পরিচিতি	৮৪-৯৩
৩১	আল্লাহ শব্দের লাম পড়ার নিয়ম	৩৬	৬২	সিফাতের বিস্তারিত আলোচনা	৯৪-১০১
			৬৩	প্রশ্ন উত্তরে কুরআন শিক্ষা	১০২-১১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, রেজিঃ নং-১২২৪৫

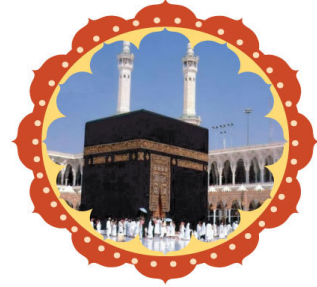
সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সমূহ

মান্টিমিডিয়া কুরআন শিক্ষার কোর্স সমূহ:

- * ভি.আই.পি কোর্স : ২মাস ব্যাপী। (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকদের জন্য)
- * স্পেশাল কোর্স : ৬মাস ব্যাপী। (উচ্চ পর্যায়ের পেশাজীবী লোকদের জন্য)
- * ছোটদের বিশেষ ক্লাস: ১বছর ব্যাপী। (স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)
- * ক্বিরাত, হাদার ও তাদউয়ীর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ। (সর্বসাধারণের জন্য)
- * মুয়াল্লাম প্রশিক্ষণ কোর্স : ২মাস ব্যাপী। (হাফিজ, ক্বারী, আলিম-ওলামাদের জন্য)
- * মসজিদ ভিত্তিক ক্লাস : নিয়মিত। (সর্বসাধারণের জন্য)
- * ফ্যামিলী কোর্সঃ ৩ মাস ব্যাপী। (বাসা বাড়ীতে)
- * স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসিয়াল কোর্স। (১ মাস ব্যাপী)
- * কম্পিউটার কোর্স সমূহ: অফিস, গ্রাফিক্স, এডিটিং। (সর্বসাধারণের জন্য)
- * ভাষা কোর্সঃ ইংলিশ ও আরবী ভাষা শেখার বিশেষ কোর্স। (সর্বসাধারণের জন্য)

অত্যন্ত যত্নসহকারে আধুনিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান।

*মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা।



এসো কুরআন শিখি হজ্জ ও উমরাহ্ কাফেলা

অত্র ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ সেলিম এর পরিচালনায় যথাযথভাবে হজ্জ পালনসহ যেকোন সময় উমরাহ্ পালন করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে।



সহীহ তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

অফিস : বাড়ী ৩৯, রোড ১৬, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭৫৭৪১২৭৫৮

ইলমুত তাজউয়ীদ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও” সূরা : ত্ব-হা-১১৪

ইলমুত তাজউয়ীদ:

تَجْوِيدٌ তাজউয়ীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিন্যাস, সুন্দর করা ও সাজানো। পারিভাষিক অর্থে যে ইলমের মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীম এর প্রতিটি মাখরাজ ও সিফাত যথাযথভাবে জানা যায়, তাকে ইলমুত তাজউয়ীদ বলা হয়।

বিষয়বস্তু:

তাজউয়ীদ এর বিষয় বস্তু হলো **حُرُوفُ الْفُرَاقِ** বা কুরআন এর বর্ণমালা।

উদ্দেশ্য:

সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হওয়া এবং অর্থগত ও উচ্চারণগত বিকৃতি থেকে বেঁচে থাকা।

তাজউয়ীদ-দুই প্রকার: (১) তাত্বিক (২) ব্যবহারিক।

তাত্বিক: ইলমুত তাজউয়ীদ এর নিয়মাবলী জানা ও বুঝা।

ব্যবহারিক: তাজউয়ীদ এর নিয়ম-কানুন পুরো অনুসরণ করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

কুরআন তিলাওয়াতের ৩টি **طَرَزٌ** বা ঢং রয়েছে যেমন: (১) **تَرْتِيلٌ** ধীরে-ধীরে। (২) **تَدْوِيرٌ** মধ্যম পন্থায়। (৩) **حَدَرٌ** দ্রুত গতি বা তাড়াতাড়ি।

বি: দ্র: পাঠক পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা অবশ্যই বাংলা, অংক, ইংরেজী বিষয়গুলো শেখার জন্যে একজন দক্ষ শিক্ষক রাখতে ভুল করিনা। কিন্তু আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজীদ শেখার ব্যাপারে বেশিরভাগ লোকই একজন দক্ষ ক্বারী সাহেব এর নিকট যাওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কোন রকম একজন শিক্ষক পেলেই আমরা তার কাছে কুরআন শেখা শুরু করে দিই। আমাদের সকলের উচিত কুরআন শেখার ব্যাপারে অবশ্যই দক্ষ একজন ক্বারীর নিকট পরিবারের সবাইকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা, নিজের ভাষায় কুরআন বুঝার জন্য যথাযথ চেষ্টা করা এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিখে কুরআন বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

আরবী হরফ পরিচিতি

পাঠদান নির্দেশিকা :

আরবী হরফগুলো সঠিক উচ্চারণ করার জন্য প্রতিটি হরফকে আরবীতে বানান করে উচ্চারণ করলে তার সঠিক উচ্চারণ পাওয়া যাবে, তাই হরফের নিচে হরফের নাম বানান করে দেয়া হয়েছে।

* যে হরফে ৪ লিখা আছে সে হরফটি ৪ আলিফ পরিমাণ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে (তার সংখ্যা ১৫টি)। যে হরফে ১ লিখা আছে সে হরফটি ১ আলিফ পরিমাণ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে (তার সংখ্যা ১২টি)। যে হরফে X চিহ্ন আছে সে হরফটি উচ্চারণে লম্বা হবে না (তার সংখ্যা ২টি)।

ج جِيمٌ . ৪	ث ثَا . ১	ت تَا . ১	ب بَا . ১	ا اَلِفٌ . X
ر رَا . ১ মোট হবে	ذ ذَالٌ . ৪	د دَالٌ . ৪	خ خَا . ১ মোট হবে	ح حَا . ১
ض ضَاٌ . ৪ মোট হবে	ص صَاٌ . ৪ মোট হবে	ش شَيْنٌ . ৪	س سَيْنٌ . ৪	ز زَا (زَاي) . ১
ف فَا . ১	غ غَيْنٌ . ৪ মোট হবে	ع عَيْنٌ . ৪	ظ ظَا . ১ মোট হবে	ط طَا . ১ মোট হবে
ن نُونٌ . ৪ কোট গোল হবে	م مِيمٌ . ৪	ل لَامٌ . ৪	ك كَافٌ . ৪	ق قَافٌ . ৪ মোট হবে
আরবী হরফ মোট ২৯ টি	ي يَا . ১	ه هَمْزَةٌ . X	ه هَا . ১	و وَاؤٌ . ৪ কোট গোল হবে

মোটা হরফের পরিচয়

আরবী ২৯ টি হরফের মধ্যে ৭টি মোটা হরফ আছে। তিলাওয়াত করার সময় মুখের ভেতর থেকে জিহ্বার সাহায্যে মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়।

৭টি হরফ :



এ ছাড়াও আরো ২টি হরফ আছে, হরকত ব্যবহার অনুযায়ী কোন কোন সময় মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। এ ২টি হরফ হচ্ছে (ل, ر) বিস্তারিত তাজউয়ীদ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

বিঃদ্রঃ নিচের ৮টি হরফ উচ্চারণ করার সময় অনেকেরই ঠোঁট গোল হয়ে যায়, মনে রাখতে হবে ঠোঁট গোল করলে এ হরফগুলো তার মাখরাজ এবং সিফাত থেকে সঠিকভাবে আদায় হয় না। পেশের উচ্চারণ ব্যতীত যবর এবং যেরের উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটকে সোজা রেখে গোল না করে উচ্চারণ করতে হবে।



* শুধু মাত্র ن و উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হবে।

* و তে, হরফ এবং হরকত উভয়টাই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হবে।

পাশাপাশি হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

ه	ح		ز	ذ
ع	ء		س	ص
ذ	ظ		ض	د
ظ	ض		ط	ت
ز	ج		ك	ق
ج	ذ		ز	ظ

মুরাক্কাব - مُرَكَّب

‘মুরাক্কাব’ অর্থ সংযুক্ত, মিলানো, একত্রিত করা। আরবী হরফ দিয়ে যখন আরবী বাক্য লিখা হয় তখন বেশীর ভাগ হরফের আসল রূপ থাকেনা, হরফগুলো মিলিত অবস্থায় হরফের ডানদিকের মাথা দেখে চিনতে হয়।

(مُرَكَّب) ২৯ টি হরফের মধ্যে ২২ টি হরফ শব্দের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে মুরাক্কাব বা সংযুক্ত হয়। যেমনঃ

بنيت	فق	سش	صض	ظ	هم
بنيت	فق	سش	صض	ظ	هم
جخ	عغ	لك	هم	✱	

নিম্নের ৬টি হরফ শব্দের শুরুতে এবং মাঝে মুরাক্কাব হয় না, কিন্তু শব্দের শেষে মুরাক্কাব হয়। যেমনঃ ذرزا

احمد	لذيد	بشير
عزیز	الاهو	خوفا

হামঝাহ্ কোন সময় মুরাক্কাব হয়না। বিভিন্ন সময় হরফের উপরে নিচে বসিয়ে লিখা হয়।

يومئذ	الافئدة	ونؤ من
-------	---------	--------

আমাদের দেশে প্রচলিত কুরআন শিক্ষার সকল পদ্ধতিতেই বলা হয় ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়। বাকি ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আসলে ২৮টি হরফই মুরাক্কাব হয়। শুধু মাত্র ৬ হরফটি কোন ভাবেই মুরাক্কাব হয় না।

حَرَكَاتُ - হরকতের পরিচয়

সহীহভাবে তিলাওয়াত করার জন্য মাখরাজ এবং সিফাত যেমন জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে হরকত তানউয়ীন, জঝাম, তাশদীদ, মাদ্দ, লীন ও গুন্নাহসহ সকল তাজউয়ীদের ব্যবহারও জরুরী। বিশেষ ভাবে হরকতের উচ্চারণ করার সময় দেরি/লম্বা না হয় সেদিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ হরকতের উচ্চারণ যথাযথভাবে না হলে কুরআন মাজীদ এর অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়।

সহীহভাবে তিলাওয়াত করার জন্য আরো ২টি শর্ত যেমনঃ

১. উচ্চারণের সময় মুখ ফাঁকা করে পড়তে হবে ২. জোরে জোরে পড়তে হবে

কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত মোট ১১টি চিহ্ন রয়েছে যেমনঃ



১১টি চিহ্নের পরিচিতি যেমনঃ

- * এক — যবর, এক — যের ও এক — পেশকে হরকত বলে।
- * দুই — যবর, দুই — যের ও দুই — পেশকে তানউয়ীন বলে।
- * খাড়া — যবর, খাড়া — যের ও উলটা — পেশকে মাদ্দ এর হরকত বলে।
- * উপরের এই — চিহ্ন টি কে জঝাম বলে এবং এই — চিহ্ন টি কে তাশদীদ বলে।

হরকতের ব্যবহার

যবর, যের, পেশ এটা ফার্সি ভাষা থেকে আসছে। আরবীতে যবরকে বলে فَتْحَةٌ যেরকে বলে كَسْرَةٌ পেশকে বলে ضَمَّةٌ

কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত নিম্নে উল্লেখিত মোট ১১টি চিহ্ন থেকে যে কোন চিহ্ন আলিফের উপরে বা নিচে বসলে আলিফকে হামযাহ বলে।

যেমন: ٱ ِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ

হরকত এক যবর, এক যের ও এক পেশকে বলে।

হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

যবরের উচ্চারণ

যবরের উচ্চারণ বাংলা আকারের মত যেমন : **ب + ا = বা** **ب = বা**

* যবরের উচ্চারণ করার সময় মুখ খোলা রেখে হা করে উচ্চারণ করতে হবে *

ج	ث	ث	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
ﷲ	ي	ء	ه	و

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

ث → س	ق → ك	ث → ط
ح → ه	ظ → ز	ذ → ز
ع → غ	د → ج	ص → س
ظ → د	ج → ز	ض → د

শুধু মাত্র যবর দিয়ে বানান শিক্ষা

أَخَذَ সে ধরেছে	طَلَعَ সে উদিত হয়েছে	فَعَلَ সে করেছে	حَسَدَ সে হিংসা করেছে
مَنَعَ সে নিষেধ করেছে	وَجَدَ সে পেয়েছে	رَقَبَ সে পাহারা দিয়েছে	جَمَعَ সে জমা করেছে
سَكَتَ সে চুপ করেছে	بَلَغَ সে পৌছেছে	حَشَرَ সে একত্রিত করেছে	رَفَعَ সে উঁচু করেছে
طَبَخَ সে রান্না করেছে	حَكَّمَ সে ফায়সালা করেছে	ضَرَبَ সে প্রহার করেছে	نَصَرَ সে সাহায্য করেছে
حَطَبَ সে লাকড়ি জমা করেছে	حَجَرَ সে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে	جَعَلَ সে তৈরী করেছে	مَلَكَ সে মালিক হয়েছে
غَفَرَ সে ক্ষমা করেছে	ظَلَمَ সে যুলুম করেছে	سَجَدَ সে সিজদা করেছে	نَصَبَ সে দাঁড় করেছে
فَجَرَ সে পাপাচার করেছে	رَجَعَ সে ফিরেছে	كَفَرَ সে অস্বীকার করেছে	شَكَرَ সে শুকরিয়া আদায় করেছে
تَرَكَ সে বর্জন করেছে	نَثَرَ সে ছড়িয়ে দিয়েছে	عَقَدَ সে গিঁট দিয়েছে	خَلَعَ সে খুলেছে

যেরের উচ্চারণ

* যেরের উচ্চারণ বাংলা (ই = ি) কারের মত যেমন : ব + ি = বি بِ = বি

* যেরের উচ্চারণ করার সময় নিচের দিকে চাপ দিয়ে হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে *

ا	ب	ت	ث	ج
ح	خ	د	ذ	ر
ز	س	ش	ص	ض
ط	ظ	ع	غ	ف
ق	ك	ل	م	ن
و	ه	هـ	ي	٥

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

تِ → طِ	قِ → كِ	ثِ → سِ
زِ → ظِ	زِ → ذِ	حِ → هِ
صِ → سِ	جِ → زِ	عِ → هِ
زِ → جِ	دِ → ضِ	ظِ → زِ

শুধু মাত্র যবর এবং যের দিয়ে বানান শিক্ষা

لَزِمَ	خَسِرَ	بِيَدِكَ	عَلِمَ
তা অপরিহার্য হয়েছে	সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে	তোমার হাতে	সে জ্ঞানার্জন করেছে
تَبِعَ	كَرِهَ	رَحِمَ	سَمِعَ
সে অনুসরণ করেছে	সে অপছন্দ করেছে	সে রহম করেছে	সে শ্রবণ করেছে
نَعِمَ	لَعِبَ	كَبِرَ	حَبِطَ
সে প্রশান্তি লাভ করেছে	সে খেলেছে	সে বয়সে উপনীত হয়েছে	সে বরবাদ হয়েছে
صَفَرَ	فَرَحَ	قَبِلَ	خَشِيَ
সে খালি হয়েছে	সে খুশি হয়েছে	সে কবুল করেছে	সে ভয় করেছে
نَسِيَ	بَقِيَ	شَهِدَ	ضَعِفَ
সে ভুলে গিয়েছে	সে বাকী থেকেছে	সে উপস্থিত হয়েছে	সে দুর্বল হয়েছে
حَمِدَ	فَتِشَلَّ	مَرَضَ	حَفِظَ
সে প্রশংসা করেছে	সে দুর্বল হয়েছে	সে অসুস্থ হয়েছে	সে মুখস্থ করেছে
عَمِلَ	قَرِبَ	فَهِيَ	غَضِبَ
সে আমল করেছে	সে নিকটবর্তী হয়েছে	সুতরাং সে	সে রাগ করেছে
سَخِرَ	عَهَدَ	صَعِقَ	حَسِبَ
সে ঠাট্টা করেছে	সে দায়িত্ব পালন করেছে	সে বেহুশ হয়েছে	সে হিসাব করেছে

পেশের উচ্চারণ

* পেশের উচ্চারণ বাংলা (উ = ۞) কারের মত যেমন : ব + ۞ = বু **بُ** = বু

* পেশের উচ্চারণ করার সময় দুই ঠোঁট গোল করে মাঝখানে ফাকা রেখে হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে *

اُ	بُ	ثُ	ثُ	جُ
حُ	خُ	دُ	ذُ	زُ
رُ	سُ	شُ	صُ	ضُ
طُ	ظُ	عُ	غُ	فُ
قُ	كُ	لُ	مُ	نُ
وُ	هُ	ءُ	يُ	۞

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

ثُ → طُ	ثُ → طُ
زُ → رُ	زُ → رُ
سُ → شُ	سُ → شُ
طُ → ظُ	طُ → ظُ
فُ → قُ	فُ → قُ
كُ → لُ	كُ → لُ
هُ → وُ	هُ → وُ

শুধু মাত্র যবর, যের ও পেশ দিয়ে বানান শিক্ষা

فُتِحَ	حَسُنَ	سَمِعَ	قُتِلَ
তা খোলা হয়েছে	তা উত্তম হয়েছে	তা শ্রবণ করা হয়েছে	তাকে হত্যা করা হয়েছে
قُرِئَ	هُدِيَ	حُشِرَ	كُتِبَ
পাঠ করা হয়েছে	হিদায়াত দেওয়া হয়েছে	জমা করা হয়েছে	লেখা হয়েছে
فُعِلَ	بُعِثَ	بُعِدَ	أُذِنَ
করা হয়েছে	তাকে প্রেরণ করা হয়েছে	সে দূরবর্তী হয়েছে	তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে
حُرِّمَ	نُصِرَ	كُرِّمَ	ضُرِبَ
সে বঞ্চিত হয়েছে	তাকে সাহায্য করা হয়েছে	সে সম্মানিত হয়েছে	তাকে প্রহার করা হয়েছে
عُقِدَ	فُقِدَ	حُشِرَ	وُجِدَ
গিট লাগানো হয়েছে	তাকে হারানো হয়েছে	তাকে একত্রিত করা হয়েছে	তাকে পাওয়া গেছে
حُسِبَ	نُفِخَ	فُهِمَ	نُشِرَ
তাকে গণনা করা হয়েছে	ফুক দেওয়া হয়েছে	বোধগম্য হয়েছে	ছড়ানো হয়েছে
خُلِقَ	ذُكِرَ	كُرِّهَ	بُصِرَ
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে	তাকে স্মরণ করা হয়েছে	তা অপছন্দ করা হয়েছে	সে দৃষ্টিপাত করেছে
عُلِمَ	رُزِقَ	مُنِحَ	جُمِعَ
কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা হয়েছে	তাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে	তাকে দান করা হয়েছে	তা জমা করা হয়েছে

তানউয়ীনের উচ্চারণ - تَنْوِينٌ

দুই যবর = দুই যের = দুই পেশকে = তানউয়ীন বলে।

(তানউয়ীন মূলত গোপনীয় নুন)

তানউয়ীনের ব্যবহার আমরা তাজউয়ীদ অধ্যায়ে শিখব। এখানে সাধারণভাবে তানউয়ীনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

দুই যবরের উদাহরণ

عَمَلًا	حَسَدًا	سَلَمًا	ذُلًّا	أَسَفًا
حَرَمًا	عَرَضًا	ثَمَنًا	حَسَنًا	طَبَقًا

দুই যেরের উদাহরণ

بَدَمٍ	بِقَبَسٍ	كَذِبٍ	نَفَقَةٍ	لَبَنِ
رَقَبَةٍ	خَبَرٍ	عَمَدٍ	عِنَبٍ	مِئَةٍ

দুই পেশের উদাহরণ

بَقْرَةٌ	أَحَدٌ	سُرُرٌ	قِطْعٌ	حُمُرٌ
خُشْبٌ	عَمَلٌ	غَبْرَةٌ	كُتُبٌ	ظُلُلٌ

জবামের উচ্চারণ - سَاكِبٌ

(بَ تْ ثْ) হরফের উপরের চিহ্ন গুলোকে জবাম অথবা (সাকিন) বলে।

* জবাম ওয়ালা হরফ তার ডান দিকের হরফের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়।

* জবামের উচ্চারণ বাংলা হসন্তের উচ্চারণের মত হয়। যেমন: (ইক্রাম)

مَآ	بَتْ	آتْ	أَحْ
أَذْ	أَظْ	أَلْ	إَهْ
أَلْ	جَزْ	أَشْ	أَعْ
أَمْ	أَنْ	أَخْ	بَرْ
أَسْ	إِصْ	مَعْ	إِفْ
قُلْ	نَتْ	نُحْ	بَلْ
تَضْ	قُمْ	بِعْ	عَلْ
هُمْ	نُؤْ	مُسْ	عَمْ

জবাম ব্যবহারের মাধ্যমে বানান শিক্ষা

مِسْكٌ সুগন্ধি	لَغْوًا অনর্থক হওয়া	سَعِيًّا চেষ্টা করা	خَلَقًا সৃষ্টি করা
جَمَعًا জমা করা	بَرْدًا ঠান্ডা হওয়া	يُسْرًا সহজ হওয়া	فَصْلٌ শ্রেণি কক্ষ
نُصِبْتُ দাড়া করানো হয়েছে	عُمِّي অন্ধরা	وَالْفَتْحُ বিজয়	شَأْنٌ অবস্থা
أَكْرَمْتُ তুমি সম্মান করেছো	يَمَسُّكَ তোমাকে স্পর্শ করে	أَتَمَّمْتُ আমি পূর্ণ করেছি	شِئْتُمْ তোমরা চেয়েছো
نِصْفٌ অর্ধেক	لَسْتُ আপনি নন	بَعْضٌ কিছু সংখ্যাক	مُؤْمِنٌ একজন মোমেন
أَخْرَجَ সে বের করেছে	أَمْهَلُ আপনি অবকাশ দিন	أَلْقَيْتُ সে নিক্ষেপ করেছে	مُسْلِمٌ একজন মুসলমান
أَكْرَمَ সে সম্মান করেছে	دَمَدَمَ তিনি ধ্বংস করেছেন	حَصَّصَ প্রকাশ পেয়েছে	أَرْسَلَ সে প্রেরণ করেছে
يَخْرُجُ সে বের হচ্ছে	نَعْبُدُ আমরা ইবাদাত করি	أَعْبُدُ আমি ইবাদাত করি	عَسَعَسَ প্রভাত হয়েছে
تَعْرِفُ তুমি চিনবে	رَبِحْتُ লাভ জনক হয়েছে	يَشْهَدُ সে সাক্ষ্য দিচ্ছে	يَشْرَبُ সে পান করে

১ জবাম এর ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না।

قُلُقُلَه কুলকুলাহ এর পরিচয়

কুলকুলাহ অর্থঃ পাল্টা আওয়াজ বা প্রতিধ্বনি। কুলকুলার হরফ ৫টি।
যথা : ق ط ب ج د এ পাঁচ হরফে জবাম হলে কুলকুলাহ করে পড়তে হয়। যেমন-

أَقِ اقْ أَقْ	أَطِ اطْ أَطْ	أَبِ ابْ أَبْ	أَجِ اجْ أَجْ	أَدِ ادْ أَدْ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

শব্দের মাধ্যমে কুলকুলাহ শিক্ষা

يَقْدِرُ সে ক্ষমতা রাখে	أَقْسِمُ আমি কসম করছি	مَقْتًا জঘণ্য হওয়া	إِقْرَأْ তুমি পড়
خَطْفَةٌ ছোঁ মারা	أَطْعَمَ সে আহার দিয়েছে	بَطْشَ পাকড়াও	نُطْفَةٌ বীর্ষ
وَأَضْرِبْ তুমি প্রহার কর	كَسَبْ সে উপার্জন করেছে	قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে	حَبْلٌ রশি
زَجْرٌ ধমক	وَالْفَجْرِ ফজরের কছম	أَجْرٌ প্রতিদান	يَجْعَلُ সে তৈরী করে
قَدْ أَفْلَحَ অবশ্যই সে সফল হয়েছে	يَجِدُكَ আপনাকে পেয়েছে	فَلْيَدْعُ সে যেন ডাকে	صَدْرَكَ আপনার বক্ষ

বি. দ্র. কুলকুলাহ করার দু'টি নিয়ম।

১. ق ط এর আওয়াজ উপরের দিকে যাবে
 ২. ب ج د এর আওয়াজ নিচের দিকে যাবে।
- কুলকুলাহ উচ্চারণের আওয়াজ শব্দের মাঝে ছোট হয়, আর শেষে বড় হয়।

* ৩০ নম্বর পারার সূরা বুরুজে মোট ২২টি আয়াত আছে এর মধ্যে ২০টি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করলে ২০টি কুলকুলাহ পাওয়া যাবে। ১১ নম্বর এবং ২২ নম্বর আয়াতে কুলকুলাহ নেই।

مَد-মাদ্ এর হরফের পরিচয়

মাদ্ অর্থ টেনে পড়া, লম্বা করা, দীর্ঘ করা। হরকতের উচ্চারণ লম্বা করে পড়াকে মাদ্ বলে।

মাদ্ এর হরফ তিনটি যথা: যবরের বাম পাশে খালি আলিফ **بَا** মাদ্ এর হরফ। যেরের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ইয়া **بِي** মাদ্ এর হরফ। পেশের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ওয়াও **بُؤ** মাদ্ এর হরফ।

মাদ্ এর হরফ হলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন- **بَا بُؤ بِي**

মাদ্ এর হরফের মতই ৩ টি মাদ্ এর হরকতের ব্যবহার রয়েছে

* তিনটি মাদ্ এর হরফের পাশা-পাশি আরও তিনটি মাদ্ এর হরকত রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ। উভয়টির ব্যবহার একই রকম। যেমনঃ

ه	ه	ه	ب	ب	ب
ب	بِي	بُؤ	ب	بَا	بَا

মাদ্ লম্বা করার পরিমাণ

- এক আলিফ লম্বার পরিমাণঃ দুটি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন : **بَا = بَب**
- তিন আলিফ লম্বার পরিমাণঃ ছয়টি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন : **مَّا = مَم مَم مَم**
- চার আলিফ লম্বার পরিমাণঃ আটটি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন : **شَا = شَش شَش شَش شَش**

যবরের বাম পাশে খালি “আলিফ” হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا
زَا	رَا	ذَا	دَا	خَا
طَا	ضَا	صَا	شَا	سَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا
وَا	نَا	مَا	لَا	كَ
*	*	يَا	عَا	هَا

শব্দের মাধ্যমে মাদ্দ শিক্ষা

আগুন نَارٌ	সে বলেছে قَالَ	সে ছিল كَانَ	সে তাওবা করেছে تَابَ
ইবাদাত করী عَابِدٌ	একটি কাপড় ثَوَابٌ	হিংসা করী حَاسِدٌ	সে ভয় পেয়েছে خَافَ
মালদার ذَامَالٍ	রেলগাড়ী قِطَارٌ	সে হয়েছে صَارَ	সঠিক صَوَابًا

যেদের বাম পাশে জঝাম ওয়ালা “ইয়া” হলে
এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

حِي	جِي	ثِي	تِي	بِي
زِي	رِي	ذِي	دِي	خِي
طِي	ضِي	صِي	شِي	سِي
قِي	فِي	غِي	عِي	ظِي
وِي	نِي	مِي	لِي	كِي
❖	❖	يِي	ئِي	هِي

শব্দের মাধ্যমে মাদ শিক্ষা

أُوِي আমি আশ্রয় নিব	كُلِي তুমি খাও	نُرِي আমরা দেখাবো	أَخِي আমার ভাই
كُرِيْم সম্মানিত	كَثِيْر বেশী	مَجِيْد প্রশংসিত	دِيْنِي আমার ধর্ম
نَذِيْر সতর্ককারী	تَجْرِي প্রবাহিত হয়	يَتِيْم ইয়াতীম	مُحِيْط বেষ্টিতকারী

পেশের বাম পাশে জব্বাম ওয়ালা “ওয়াও”
হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

حُو	جُو	تُو	تُو	بُو
زُو	رُو	ذُو	ذُو	حُو
طُو	صُو	صُو	شُو	سُو
قُو	فُو	عُو	عُو	ظُو
وُو	نُو	مُو	لُو	كُو
❖	❖	يُو	ئُو	هُو

শব্দের মাধ্যমে মাদ্দ শিক্ষা

জান্নাতের হর	حُورٌ	আলো	نُورٌ	আত্মা	رُوحٌ
সংরক্ষিত	مَحْفُوظٌ	অস্তিত্ব	وُجُودٌ	চুক্তিসমূহ	عُقُودٌ
তারা নিষেধ করে	يَمْنَعُونَ	তারা আমল করে	يَعْمَلُونَ	প্রসিদ্ধ	مَشْهُورٌ

খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ এর ব্যবহার

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশকে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

بِ + بِ	بُ + بْ	بَا + بْ	هَ هَ هَ	بْ بْ بْ
---------	---------	----------	----------	----------

খাড়া যবর দিয়ে শব্দ গঠন

عَلَى	قَلَى	سَجَى	أَوَى	أَمَنَ
رَمَى	طَغَى	عَسَى	عَصَى	غَوَى

খাড়া যের দিয়ে শব্দ গঠন

بِوَلَدِهِ	بِعَمَلِهِ	بِيَدِهِ	عَمَلِهِ	بِهِ
خِلَلِهِ	بِوَرَقِهِ	أَيْتِهِ	بَلَدِهِ	هَذِهِ

উল্টা পেশ দিয়ে শব্দ গঠন

مَعَهُ	لَهُ	كُتِبَتْهُ	خُتِمَتْهُ	عَمَلُهُ
وَتَأَقَّهَ	فَلَهُ	وَرَى	رُسُلُهُ	يَرَهُ

لِیْنُ – লীনের হরফের পরিচয়

লীন অর্থঃ নরম করা। লীনের হরফ ২টি যথাঃ যবরের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ওয়াও **بَوُ** ও যবরের বাম পাশে জঝম ওয়ালা ইয়া **بِی** লীনের হরফ হলে ডান দিকের হরফের সঙ্গে নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন-

کَوُ	قَوُ	دَوُ	خَوُ	تَوُ	بَوُ
غَوُ	شَوُ	مَوُ	طَوُ	فَوُ	اَوُ
جَوُ	وَوُ	سَوُ	رَوُ	لَوُ	حَوُ
ضَوُ	صَوُ	زَوُ	ذَوُ	ثَوُ	یَوُ
❀	ئَوُ	هَوُ	نَوُ	عَوُ	ظَوُ
کِی	قِی	دِی	خِی	تِی	بِی
غِی	شِی	مِی	طِی	فِی	اِی
جِی	وِی	سِی	رِی	لِی	حِی
ضِی	صِی	زِی	ذِی	ثِی	یِی
❀	ئِی	هِی	نِی	عِی	ظِی

লীনের হরফ দিয়ে বানান শিক্ষা

عَيْنٌ ঝর্ণা	يَرُونَهَا তারা তা দেখবে	وَيْلٌ ধংশ	زَوْجًا জোড়া
أَرَأَيْتَ আপনি কি দেখেছেন ?	صَوْمًا রোযা	أَعْطَيْنَا আমরা দিয়েছি	تُوبَةً তাওবা
رُويْدًا ধীরে ধীরে	أَوْحَى لَهَا তিনি তাকে হুকুম করেছেন	كَيْدًا চক্রান্ত	هَوْنًا অপমান
أَيْنَ কোথায়	لَيْلَةً একরাত	قَوْمِي আমার জাতি	سَوْفَ অচিরেই
عَلَيْهِمْ তাদের উপর	قَوْسَيْنِ দুই ধনুক	هَدَيْنَا আমরা হিদায়াত দিয়েছি	حَوْلَهُ চারপাশে
اتَيْنَا আমরা দিয়েছি	أَوْتَادًا পেরেক সমূহ	عَيْنَيْنِ দুই চোখ	يَوْمَ দিন
حَيْثُ যেথায়	خَيْرًا ভালাই	قَوْلُ কথা	كَيْفَ কিভাবে
زَيْتُ তেল	لَوْحٍ ফলক	لَيْلٍ রাত	فَوْزًا সফলতা
بَيْتٍ একটি ঘর	قُرَيْشٍ কুরাইশ জাতি	صَيْفٍ গ্রীষ্মকাল	غَيْبٍ অদৃশ্য
غَيْرُ অন্য কেউ	عَلَيْهَا তার উপর	نَوْمٍ ঘুম	خَوْفٍ ভয়

তাশদীদের পরিচয় - تَشْدِيدٌ

আরবী হরফের উপর তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্ন **ب** টির নাম তাশদীদ। তাশদীদ ওয়ালা হরফ দু'বার পড়তে হবে। প্রথমবার তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে মিলিয়ে, দ্বিতীয় বার তার নিজ হরকতের সঙ্গে।

যেমন: **آ** + **ت** = **آت**

نَعَم	عَدَد	كَرَّة	قَدَر
আরাম দিয়েছেন	সে গণনা করেছে	একবার	সে নির্ধারণ করেছে
فُصِّلَتْ	حُرِّمَتْ	تَقَدَّمَ	صَدَقَ
পৃথক করা হয়েছে	তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে	সে অগ্রসর হয়েছে	সে সত্যায়ন করেছে
قِيَمَةٌ	السَّلَامُ	زُوجَتْ	كُورَتْ
মূল্যবান	শান্তি দাতা	একত্রিত করা হয়েছে	সে আলক হীন হয়েছে
لَذَّة	قُوَّة	مَحَبَّة	عَشِيَّة
স্বাদ	শক্তি	মুহাব্বত	সন্ধ্যা
مَكِّيٌّ	مَا عَبَدْتُمْ	تَزَكَّى	تَوَلَّى
মক্কানিবাসী	তোমরা যার ইবাদাত কর	সে সংশোধন হয়েছে	সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে
قَوِيٌّ	خَفِيَ	نَبِيٌّ	وَلِيٌّ
শক্তিশালী	অপ্রকাশ্য	একজন নাবী	অভিভাবক
شَقِيٌّ	ذُرِّيَّة	يَسْتَفِقُ	غَنِيٌّ
দুর্ভাগা	প্রজন্ম	সে বিদীর্ণ করবে	একজন ধনী

১ তাশদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না ২ তাশদীদের ডানে জব্বম পড়া যায় না

গুনাহ্‌র পরিচয়

গুনাহ্‌ অর্থ: নাকে আওয়াজ বাজানো, গুনাহ্‌র হরফ ২টি যথা: **ن** নূন, মীম ছাড়া কোথাও কোন গুনাহ্‌ হয়না।
কুরআন মাজীদে মোট ছয় প্রকার গুনাহ্‌ রয়েছে যেমনঃ (১) ওয়াজিব গুনাহ্‌ (২) ইক্‌লাব গুনাহ্‌ (৩) ইদগামি
বা-গুনাহ্‌ (৪) ইখফা গুনাহ্‌ (৫) ইখফায়ী শাফাউরী গুনাহ্‌ (৬) ইদগামী শাফাউরী গুনাহ্‌।

এখানে আমরা ওয়াজিব গুনাহ্‌ শিখবো বাকি ৫ প্রকার গুনাহ্‌
নূন সাকিন-তানউরী ও মীম সাকিন এর অধ্যায়ে রয়েছে।

وَاجِبُ غَنَّةٍ ওয়াজিব গুনাহ্‌

হরকতের বামে নূনে **اِنَّ** অথবা মীমে **مِمَّ** তাশ্দীদ হলে গুনাহ্‌ করে পড়তে হয়।
একে ওয়াজিব গুনাহ্‌ বলে।

ن নূনের গুনাহ্‌

* নূনের গুনাহ্‌ করার সময় মুখ ফাঁকা রেখে গুনাহ্‌ করতে হবে।

তারা হয়েছে كُنَّ	ظَنَّ সে ধারণা করেছে	যে اَنَّ
স্থিতিময় كُنَّسِ	خُنَّسِ ডুবে যাওয়া তারকা	মানুষের জন্য لِلنَّاسِ
যেন তারা كَانَهُمْ	لَاذْبَحْتَهُ আমি অবশ্যই তাকে জবাই করবো	সম্ভব জনক مُطْمَئِنَّةً

م মীমের গুনাহ্‌

* মীমের গুনাহ্‌ করার সময় মুখ বন্ধ রেখে গুনাহ্‌ করতে হবে।

বধীর صُمَّ	عَمَّ কি সম্পর্কে	কি থেকে مِمَّ
অতপর ثُمَّ	চাদর আবৃত مُرْمَلٌ	مُحَمَّدٌ
বহণকারী حَمَّالَةٌ	আর যা থেকে وَمِمَّا	আর যখন فَلَمَّا

مَد মাদ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এক আলিফ মাদ ৪ প্রকার

১. মাদি ত্ববায়ী (অর্থ: স্বভাবগত)	৩. মাদি বাদাল (অর্থ: পরিবর্তন)
২. মাদি লীনি আ'রিদ্ব (অর্থ: নরম)	৪. মাদি ই'ওয়াদ্ব (অর্থ: পরিবর্তে)

তিন আলিফ মাদ ২ প্রকার

১. মাদি মুৎফাসিল (অর্থ: পৃথক)	২. মাদি আ'রিদ্ব (অর্থ: অস্থায়ী)
-------------------------------	----------------------------------

চার আলিফ মাদ ৫ প্রকার

১. মাদি লাব্বিম হারফি মুখাফ্ফাফ (অর্থ: সহজ)	২. মাদি লাব্বিম হারফি মুছাক্কাল (অর্থ: কঠিন)
৩. মাদি লাব্বিম কিলমি মুখাফ্ফাফ	৪. মাদি লাব্বিম কিলমি মুছাক্কাল
৫. মাদি মুত্তাসিল (অর্থ: সংযুক্ত)	

এক আলিফ মাদ এর পরিচয়

مَدُّ طَبَعِيٍّ মাদি ত্ববায়ী : মাদ এর হরফ ও হরকত হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। একে মাদি ত্ববায়ী বলে। যেমন :

عَابِدٌ ইবাদাত কারী	ثَوَابٌ বিনিময়	حَاسِدٌ হিংসাকারী	خَافَ সে ভয় পেয়েছে
نَذِيرٌ সতর্ককারী	تَجَرِيٌّ প্রবাহিত হয়	يَتِيمٌ একজন ইয়াতিম	مُحِيطٌ বেষ্টনকারী
وُجُودٌ অস্তিত্ব	عُقُودٌ গিট সমূহ	حُورٌ জান্নাতের হুর	رُوحٌ আত্মা
عَلَى উপরে	قَلَى সে অসম্পৃক্ত হয়েছে	سَجَى ঢেকে দিয়েছে	أَوَى আশ্রয় দিয়েছে

২. মَدُّ لَيْنٌ عَارِضٌ মাদ্দি লীন আ'রিদ্ব

লীন এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ মাদ্দি লীন আ'রিদ্ব এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন :

قَوْسَيْنِ .	عَيْنٍ .	وَيْلٍ .	يَوْمٍ .
قَوْلٍ .	قَرِيْشٍ .	مَوْتٍ .	خَوْفٍ .
صَيْفٍ .	بَيْتٍ .	شَفَتَيْنِ .	عَيْنَيْنِ .

*সূরা কুরাইশের চার আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করলে চারটি মাদ্দি 'লীন' পাওয়া যাবে।

৩. মَدُّ بَدَلٌ মাদ্দি বাদাল

হামঝার সঙ্গে মাদ্দি এর হরফ/হরকত থাকলে একেই মাদ্দি বাদাল বলে। এটাও এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমনঃ

إِلْفٍ	إِيْمَنًا	أُوْمِنَ	أَمِنَ
--------	-----------	----------	--------

৪. মَدُّ عَوَضٌ মাদ্দি ই'ওয়াদ্ব

দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ মাদ্দি ই'ওয়াদ্ব, এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমনঃ

كِتَابًا .	زَوْجًا .	صَوْمًا .	كَيْدًا .
حِسَابًا .	لِبَاسًا .	كِرَامًا .	صَوَابًا .

সূরা নাবা ও নাযিয়াত এর প্রায় আয়াতের শেষেই এই মাদ্দিটি পাওয়া যাবে।

দুই যবরের বামে খালি আলিফ না থাকলেও ১ আলিফ লম্বা হবে যেমন: طَوًى .

* গোল তায়ে ে দুই যবর হলে মাদ্দি হবে না, ে হা সাকিন পড়তে হবে।

তিন আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়ঃ

১. মাদ্‌ মুৎফাসিলঃ

মাদ্দ এর হরফের উপর চিকন চিহ্ন বামে ۱ হামবাহ থাকলে, তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্‌ মুৎফাসিল বলে। যেমন : -

قَالُوا إِنَّا	لَا أَعْبُدُ	لَا إِلَهَ
مَا آغْنِي	يَدَا أَبِي	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
فِي أَحْسَنِ	عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ	إِنَّا آعْطَيْنَاكَ
وَمَا أَرْسَلْنَا	وَمَا أَوْتَىٰ	عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

২. মাদ্‌ আ'রিদ্ব

মাদ্দ এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ হলে, তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্‌ আ'রিদ্ব বলে। যেমনঃ-

○ الرَّحْمَنُ	○ شَهِيدٌ	○ حَكِيمٌ
○ مُفْلِحُونَ	○ حِسَابٌ	○ تَعْلَمُونَ
○ إِبْرَاهِيمَ	○ يَفْعَلُونَ	○ رَحِيمٌ
○ تَضَلَّلِي	○ يَسْجُدْنَ	○ لَا يَبْغِينَ

চার আলিফ মাদ এর পরিচয়ঃ

১. **مَدُّ لَازِمٌ حَرْفٌ مُخَفَّفٌ** মাদ্দি লাবিম হারফি মুখাফফাফ : হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ না থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাবিম হারফি মুখাফফাফ বলে। যেমন :-

يُسْ	صْ	نْ	الرْ	كَهْيَعَصْ
☆	خَمْ	عَسَقْ	قْ	طَسْ

২. **مَدُّ لَازِمٌ حَرْفٌ مُثَقَّلٌ** মাদ্দি লাবিম হারফি মুছাক্কাল : হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাবিম হারফি মুছাক্কাল বলে। যেমন :

الْمَ	الْمَرْ	طَسَمَ	الْمَصْ
-------	---------	--------	---------

৩. **مَدُّ لَازِمٌ كِلْمِي مُخَفَّفٌ** মাদ্দি লাবিম কিলমী মুখাফফাফ : মাদ্দি এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে জব্বাম থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাবিম কিলমী মুখাফফাফ বলে। যেমনঃ **الْنِ**

৪. **مَدُّ لَازِمٌ كِلْمِي مُثَقَّلٌ** মাদ্দি লাবিম কিলমী মুছাক্কাল : মাদ্দি এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি লাবিম কিলমী মুছাক্কাল বলে। যেমনঃ

صَالًا	دَابَّةً	حَا جَكَ	جَانَ
صَاخَةً	طَامَةً	تَخَضُّونَ	كَافَةً

৫. **مَدُّ مُتَّصِلٌ** মাদ্দি মুত্তাসিল : মাদ্দি এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে হামবাহ থাকলে, চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়, একে মাদ্দি মুত্তাসিল বলে। যেমন :

جَاءَ	شَاءَ	مَاءَ	سَوَاءَ
نِسَاءَ	قَائِمًا	شُهَدَاءَ	أَوْلِيَاءَ

নূন সাকিন ও তানউয়ীন-এর পরিচয়

نূ নূন সাকিন জব্বাম ওয়ালা নূনকে বলে। ب দুই যবর, پ দুই যের, ف দুই পেশকে তানউয়ীন বলে। অথবা গোপনীয় নূন সাকিন বলে।
নূন সাকিন ও তানউয়ীন ৪ প্রকারে পড়া যায়। যথাঃ

اِقْلَابٌ ইক্বলাব	اِذْغَامٌ ইদগাম	اِظْهَارٌ ইযহার	اِخْفَاءٌ ইখফা
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

ইক্বলাব এর পরিচয়

ইক্বলাব অর্থ : পরিবর্তন করে পড়া, ইক্বলাবের হরফ একটি যথাঃ ب ।
নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইক্বলাবের হরফ আসলে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুনাহর সাথে পড়তে হয়। যেমন :-

فَانِيبُ	تَنْبُتُ	مِنْ بُطُونٍ	أَنْبَاكَ
مِنْ بَعْضٍ	أَنْبَتَتْ	مِنْ بَقْلِهَا	سُنْبُلَاتٍ
خَيْرًا بَصِيرًا	قَوْلًا بَلِيغًا	جَنَّةٍ رَبْوَةٍ	سَمِيعٌ بَصِيرٌ
غَمًّا بَغَمٍّ	زَوْجٍ بَهِيْجٍ	صُمْ بُكُمْ	ضَلَّ بَعِيدٍ

* **ইক্বলাব গুনাহ্ করার নিয়ম :** ইক্বলাব গুনাহ্ করার সময় দুই ঠোঁটের মাঝখানে চুল পরিমাণ ফাঁকা থাকবে (দুই ঠোঁট লাগে লাগে অবস্থায়)।

* উস্তাদের মুখের দিকে দেখে দেখে শিখে নিন *

ইদগাম এর পরিচয়

* **ইদগাম অর্থ :** মিলিয়ে পড়া। ইদগাম ২ প্রকার, যথা: ইদগামি বা-গুনাহ্, ইদগামি বিলা-গুনাহ্।

* ইদগামি বা-গুনাহ্ এর পরিচয় *

ইদগামি বা-গুনাহ্ অর্থ : গুনাহর সাথে মিলিয়ে পড়া। বা-গুনাহর হরফ ৪টি

যথাঃ- **ي م و ن**

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে বা-গুনাহর হরফ আসলে গুনাহর সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ-

مَنْ يَقُولُ	مَنْ يَكْفُرُ	عَيْنًا يَشْرَبُ	مِيقَاتًا يَوْمَ
مِنْ مَّطَرٍ	مِنْ مَّسَدٍ	قَمَرًا مُنِيرًا	بِذْخَانٍ مُّبِينٍ
مِنْ وَرَقٍ	مِنْ وَلِيٍّ	حَبًّا وَنَبَاتًا	نُوحٍ وَعَادٍ
مِنْ نُورٍ	مِنْ نُطْفَةٍ	خَيْرٌ نُّزُلًا	عِظَامًا نَّخْرَةً

* বি.দ্র. একই শব্দে নূন সাকিনের বামে বা-গুনাহর হরফ আসলে গুনাহ হবেনা। এটাকে ইযহারি মুত্বলাক বলে। যেমন :-

صِنَوَانٌ	قِنَوَانٌ	بُنْيَانٌ	دُنْيَا
-----------	-----------	-----------	---------

إِدْغَامٌ بِلاَغْنَةٍ ইদগামি বিলা-গুনাহ এর পরিচয়

ইদগামি বিলা-গুনাহ অর্থঃ গুনাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়া। বিলা-গুনাহর হরফ ২টি **ল-র**

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে বিলা-গুনাহর হরফ আসলে গুনাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ-

مِنْ رَّحْمَةٍ	أَنْ رَّاهُ	مِنْ رَبِّ
ثَمَرَةٍ رِّزْقًا	عَزِيزٌ رَّحِيمٌ	عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
مِنْ لَّدُنْ	لَيْنٌ لَّمْ	أَنْ لَّمْ يَرَهُ
خَيْرٌ لَّهِ	قَسَمٌ لِّذِي	وَيْلٌ لِّكُلِّ

ইযহার এর পরিচয়

ইযহার অর্থ : গুনাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়া। ইযহার এর হরফ ৬টি যেমন :
 خ ع ح ه نূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইযহার এর হরফ আসলে
 গুনাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমন :

مَنْ اَمَنَ	عَذَابًا اَلِيْمًا	مِنْهُ	نُوْحًا هَدٰىنَا
مِنْ عِلْمٍ	عَذَابٍ عَظِيْمٍ	مِنْ حِكْمَةٍ	نَارٍ حَامِيَةٍ
مِنْ غِلٍّ	اَجْرٍ غَيْرٍ	مِنْ خَيْرٍ	فَلَانًا خَلِيْلًا

ইখফা এর পরিচয়

ইখফা অর্থ : গোপন করা বা গুনাহ করা। ইখফার হরফ ১৫টি যেমন:-

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইখফার হরফ আসলে গোপন অথবা গুনাহ
 করে পড়তে হয়। যেমন :-

فَمَنْ تَابَ	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ	مَنْ ثَقُلَتْ	قَوْلًا ثَقِيْلًا
مِنْ جُوعٍ	عَيْنٍ جَارِيَةٍ	مِنْ دُوْنِهِ	دَكَا دَكَا
عَنْ ذُنْبِهِ	نَارًا ذَاتَ	فَمَنْ زُحِرَحَ	صَعِيْدًا زَلَقًا
نَنْسَخُ	قَوْلًا سَدِيْدًا	مِنْ شَرِّ	لِنَفْسٍ شَيْنًا
فَانْصَبْ	صَفًّا صَفًّا	مَنْصُوْدٍ	عَذَابًا ضَعْفًا

مُقَنْطَرَةٌ	قَوْمًا طَاغِينَ	يَنْظُرُونَ	ظِلًّا ظَلِيلًا
يُنْفِقُ	قِتَالٍ فِيهِ	مِنْ قَبْلِ	كُتِبَ قِيَمَةٌ
مِنْ كُتِبِ	حَمْدًا كَثِيرًا	لِئِنْ كَفَرْتُمْ	بِذِمِّ كَذِبٍ

* ইখফা গুনাহ করার নিয়মঃ

ইখফা ২ প্রকারের গুনাহ হয় (১) পাতলা (২) মোটা। ইখফার ১৫টি হরফের মধ্যে ৫টি মুস্তালিয়ার হরফ বা মোটা হরফ আছে (ص ض ط ظ ق) নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে এ পাঁচটি হরফের কোন হরফ আসলে মোটা আওয়াজে গুনাহ করতে হবে। আর বাকি ১০ হরফের কোন হরফ আসলে পাতলা আওয়াজে গুনাহ করতে হবে।

* ইখফা গুনাহর আরেকটি নিয়মঃ

ইখফা গুনাহ করার সময় নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইখফার যে হরফ আসবে গুনাহ করার সময় সে হরফের মাখরাজের কাছাকাছি থাকতে হবে। (উস্তাদগণের মুখের দিকে দেখে দেখে শিখে নিন)।

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের হরফের পরীক্ষা

ইকলাব, ইদগাম, ইয়হার ও ইখফার হরফগুলো দেখে দেখে মুখস্ত করে নিন।

د	خ	ح	ج	ث	ت	ب
ইখফা	ইয়হার	ইয়হার	ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইকলাব
ض	ص	ش	س	ز	ر	ذ
ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইদগামী বিলা-গুনাহ	ইখফা
ك	ق	ف	غ	ع	ظ	ط
ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইয়হার	ইয়হার	ইখফা	ইখফা
ي	ء	ه	و	ن	م	ل
ইদগামী বা-গুনাহ	ইয়হার	ইয়হার	ইদগামী বা-গুনাহ	ইদগামী বা-গুনাহ	ইদগামী বা-গুনাহ	ইদগামী বিলা-গুনাহ

মীম সাকিন এর পরিচয়

মীম সাকিন **م** জযম ওয়ালা মীমকে বলে। মীম সাকিন পড়ার নিয়ম ৩ টি
 ১) ইখ্‌ফায়ি শাফাউয়ী ২) ইদ্‌গামি শাফাউয়ী ৩) ইয্‌হারি শাফাউয়ী।

১. মীম সাকিন এর বামে **ب** আসলে ঐ মীম সাকিন কে গুন্নাহ্ করে পড়তে হয়। একে ইখ্‌ফায়ি শাফাউয়ী বলে। **إِخْفَاءٌ شَفْوِيٌّ**

يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ	صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ	فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

২. মীম সাকিন এর বামে মীম **م** আসলে গুন্নাহ্‌র সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
 একে ইদ্‌গামি শাফাউয়ী বলে। যেমনঃ- **إِدْغَامٌ شَفْوِيٌّ**

إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ	عَلَيْهِمْ مَّطَرًا
وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ	وَهُمْ مُّهْتَدُونَ
قُلُوبُهُمْ مَّا كَانُوا	إِنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ
عَلَيْهِمْ مُّوَصَّاةٌ	وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ

৩. মীম সাকিন এর বামে **ب** অথবা **م** ব্যতীত অন্য হরফ আসলে মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। একে ইয্‌হারি শাফাউয়ী বলে। **إِظْهَارٌ شَفْوِيٌّ**

শব্দের ل পড়ার নিয়ম

الله শব্দের ل কখনো মোটা, কখনো পাতলা করে পড়তে হয়। الله শব্দের ডানে যবর অথবা পেশ হলে আল্লাহ শব্দের ل (লাম) কে মোটা করে পড়তে হয়। আর الله শব্দের ডানে যের হলে আল্লাহ শব্দের ل (লাম) কে পাতলা করে পড়তে হয়।

الله শব্দের ডানে যবর হলে আল্লাহ শব্দের লামকে মোটা করে পড়তে হয়।

نَاقَةَ اللَّهِ	اللَّهُمَّ	اللَّهُ
قَالَ اللَّهُ	سَمِعَ اللَّهُ	مِنَ اللَّهِ

الله শব্দের ডানে পেশ হলে আল্লাহ শব্দের লামকে মোটা করে পড়তে হয়।

رَسُولُ اللَّهِ	نُورُ اللَّهِ	كَلَامُ اللَّهِ
إِمْدَادُ اللَّهِ	يُرِيدُ اللَّهُ	وَتَقْوَى اللَّهِ

الله শব্দের ডানে যের হলে আল্লাহ শব্দের লামকে পাতলা করে পড়তে হয়।

فِي دَيْنِ اللَّهِ	بِسْمِ اللَّهِ	أَعُوذُ بِاللَّهِ
بَلِ اللَّهِ	أَمْرُ اللَّهِ	بِنِعْمَةِ اللَّهِ

ر হরফ পড়ার নিয়ম

র (ر) হরফটি পড়ার সময় নিয়ম অনুযায়ী দু'ধরনের আওয়াজ বা স্বরে পড়তে হয়। প্রথমত, র (ر) মোটা আওয়াজে, দ্বিতীয়তঃ র (ر) হালকা পাতলা আওয়াজে।

মোটা আওয়াজে পড়ার নিয়মঃ এ আওয়াজে উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়ার অংশ উপরের দিকে কিছুটা উঠে যাবে। সে কারণে আওয়াজ কিছুটা গম্ভীর এবং মোটা হবে।

নিম্নের নিয়মগুলোতে (ر) মোটা করে পড়তে হবে।

সংখ্যা	(ر) মোটা পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১	(ر) এর উপর যখন যবর হবে।	رَأَيْتُ - رَسُولٌ
২	(ر) এর উপর যখন পেশ হবে।	رُسُلٌ - كَفَرُونَ
৩	(ر) এ সাকিন এবং তার আগের হরফের উপর যখন যবর হবে।	يَرْجِعُونَ - وَأَرْسَلَ
৪	(ر) এ সাকিন এবং তার আগের হরফে যখন পেশ হবে।	زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - تُرْجِعُ الْأُمُورَ
৫	(ر) এ সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যখন আ'রিদ্ব যের হবে।	مَنْ ارْتَضَ - رَبِّ ارْجِعُونِ
৬	(ر) এ সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যের আর (ر) হরফের পরের হরফে একই শব্দে মোটা হরফ আসলে।	مَرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ
৭	(ر) এ যদি ওয়াক্ফ করা হয় তার পূর্বের হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্বের হরফে যবর অথবা পেশ হলে। কিন্তু (ر) এর পূর্বে ইয়া সাকিন ব্যতীত।	سُرُورٌ - شَهْرٌ

(১) হরফ পাতলা পড়ার নিয়ম

সংখ্যা	(۱) পাতলা পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১	(۱) হরফের নিচে যের হলে	رِزْقًا-رِكْرُ
২	(۱) হরফে সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যের আসলি (আসল) হলে ।	فِرْعَوْنَ-مِرْيَةٍ
৩	(۱) হরফে ওয়াক্ফ করার সময় তার পূর্বে ইয়া সাকিন হলে ।	خَيْرٌ-سَيْرٌ
৪	(۱) হরফে ওয়াক্ফ করার সময় তার পূর্বের হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্বে যের হলে ।	نِكَرٌ. بِعُرٌ.

‘ৱ’ হরফের উচ্চারণে মোটা পাতলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, এ বিষয়টি বুঝার জন্য জিহ্বার একটি পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এ বিষয়ে উচ্চারণে ভাল এমন একজন দক্ষ উস্তাদের নিকট থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

মাশাআল্লাহ্ ও ইংশাআল্লাহ্ এর ব্যবহার

ইংশাআল্লাহ্: বাংলা কথার শেষে ‘ব’ ইংশাআল্লাহ্ বলিবো। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ •**
আমরা যখন বাংলায় কথা বলি, কথার শেষ অক্ষর/বাক্যের শেষ অক্ষর যদি হয় ‘ব’ তাহলে আমরা বলবো ইংশাআল্লাহ্। যেমন: (১) আমি ফজরের নামাজ মসজিদে পড়বো, ইংশাআল্লাহ্। (২) আগামীতে হজ্জে যাবো, ইংশাআল্লাহ্। (৩) সব সময় সত্য কথা বলবো, ইংশাআল্লাহ্। (৪) আমি প্রতিদিন ‘এসো কুরআন শিখি’ ক্লাসে আসবো, ইংশাআল্লাহ্। ইংশাআল্লাহ্ অর্থ: যদি আল্লাহ তা‘আলা চান।

মাশাআল্লাহ্: যখন সুন্দর/ভাল দেখিবো মাশাআল্লাহ্ বলিবো। **مَا شَاءَ اللَّهُ •**
আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি জগতে কোন সুন্দর কিছু দেখিলে বলবো মাশাআল্লাহ্। অথবা কেউ কোন ভাল কাজ করলে তাকে বলবো মাশাআল্লাহ্। যেমন: (১) মক্কা ও মদিনা দেখতে খুবেই সুন্দর, মাশাআল্লাহ্। (২) এবার আব্দুর রহিমের জমিতে খুবেই ভাল ফসল হয়েছে, মাশাআল্লাহ্। (৩) সহীহ তা‘লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের মাল্টিমিডিয়া কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি খুবেই সুন্দর, মাশাআল্লাহ্। মাশাআল্লাহ্ অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা যা চান। সূরা কাহাফ-৩৯ এবং সূরা আ‘লা-৭

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ • (মুসলিম)
তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কারণ, কুরআন কিয়ামাতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৭ হাদীস ১৯১০

আ শব্দ পড়ার নিয়ম

আমরা পূর্বে পড়েছি যবরের বাম পাশে খালি আলিফ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। তবে **আনা** শব্দ লম্বা করে পড়া যাবে না। যেমন: **وَلَا آتَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ** - সূরা কাফিরুনের এই আয়াতটির **আনা** শব্দ লম্বা হবে না।

শুধুমাত্র চার অবস্থায় আনা শব্দ লম্বা করে পড়তে হবে।

সূরা লুকমান, আয়াত- ১৫ ○ **وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ**

সূরা যুমারা, আয়াত- ১৭ ○ **أَنْ يَّعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ**

সূরা আলি ইমরান, আয়াত-১১৯

○ **وَإِذَا خَلَوْا عَصُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ**

সূরা ফুরকান আয়াত- ৪৯

○ **وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا**

বিঃদ্র: এ জাতীয় শব্দ মূলত আনা নয়, এখানে দুটি শব্দ রয়েছে, তা লম্বা করে পড়তে হবে।

সূরা মূলক, আয়াত- ৯ ○ **قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ**

আলিফে যা-ইদাহ্

আলিফে যা-ইদাহ্ অর্থ:- অতিরিক্ত আলিফ। এতে লম্বা করা যাবে না। এটা কুরআন মাজীদে মোট ২৪ জায়গায় আছে। এটা লিখতে ব্যবহার হবে পড়তে ব্যবহার হবে না। তবে এতে ওয়াক্ফ করলে এক আলিফ লম্বা হবে।

সূরা দাহর আয়াত -১৬ ﴿١٦﴾ **قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا**

সূরা দাহর আয়াত -১৫ ﴿١٥﴾ **وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأُتُوبَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا**

তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ করার নিয়মাবলী

আমরা কথা বলার সময় ছোট/বড় বিভিন্ন রকমের বাক্য দ্বারা কথা বলে থাকি। বড় কথার মাঝখানে দম ছেড়ে দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করি। যেখানে দম ছেড়ে দেই সে কথাটি লেখার সময় (।) দাঁড়ি বা (,) কমা দিয়ে থাকি। এ রকমভাবে সকল ভাষার মধ্যেই দাঁড়ি বা কমা রয়েছে। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময়ও দাঁড়ি/কমা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ওয়াক্ফ। কুরআন তিলাওয়াতে অনেক ধরনের ওয়াক্ফ রয়েছে। নিম্নে কিছু ওয়াক্ফের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক্রঃ	চিহ্নসমূহের নাম	ওয়াক্ফ করা/না করার বিবরণ
১	(◌) ওয়াক্ফে তাম	আয়াত শেষে এ চিহ্ন থাকলে ওয়াক্ফ করতে হবে।
২	(م) ওয়াক্ফে লাম্বিম	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করতে হবে, না হয় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৩	(ط) ওয়াক্ফে মুত্বলাক	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা উত্তম।
৪	(ج) ওয়াক্ফে জায়েয	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। (তবে ওয়াক্ফ করা উত্তম)
৫	(ز) ওয়াক্ফে মুজাওয়াজ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। (তবে ওয়াক্ফ করা উত্তম)
৬	(ص) ওয়াক্ফে মুরাখ্খাহ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ না করা উত্তম।
৭	(قف) ওয়াক্ফে আমর	এ চিহ্নে অবশ্যই ওয়াক্ফ করতে হবে।

ক্রঃ	চিহ্নসমূহের নাম	ওয়াক্ফ করা/না করার বিবরণ
৮	ع ওয়াক্ফে ক্বীল আলাইহি	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ না করা ভালো।
৯	لا লা ওয়াক্ফ আলাইহি	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা যাবে না, তবে অনেক সময়ই ওয়াক্ফ করা যায়।
১০	صلى ওয়াক্ফ ওয়াছলে আওলা	এ চিহ্নে মিলিয়ে পড়া ভাল।
১১	سكته ওয়াক্ফে সাক্তাহ	শ্বাস চালু রেখে আওয়াজ (১ আলিফ) পরিমাণ সময় বন্ধ রেখে তিলাওয়াত করবে।
১২	وقف ওয়াক্ফ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা যাবে।
১৩	معانقة মু-য়া'নাকাহ্	এ চিহ্নগুলো শব্দের দুই পাশে থাকে যে কোন একটিতে ওয়াক্ফ করবে।
১৪	وقف نبى صلى ওয়াক্ফে নাবী (সাঃ)	এ চিহ্নে থামা উত্তম।
১৫	وقف غفران ওয়াক্ফে গুফরান	এ চিহ্নে থামলে গুনাহ মাফ হয়।
১৬	وقف جبرائيل ওয়াক্ফে জিবরাঈল	এ চিহ্নে থামলে বরকত হয়।
১৭	ربع রুব্ব	এ চিহ্ন পারার এক চতুর্থাংশ $\frac{1}{8}$ অংশ
১৮	نصف নিসফ	এ চিহ্ন পারার অর্ধাংশ $\frac{2}{2}$ অংশ
১৯	ثلث ছলুছ	এ চিহ্ন পারার তিন চতুর্থাংশ $\frac{3}{8}$ অংশ

সক্কা ছাকতাহ-এর বর্ণনা

সক্কা অর্থ : চুপ থাকা, এটিও একটি ওয়াক্ফের মত, তবে এটার নিয়ম ভিন্ন। কুরআন মাজীদ এ মোট ৪ জায়গায় সক্কা আছে। দু'টি শব্দের মাঝখানে সক্কা থাকে। এটা পড়ার নিয়মঃ প্রথম শব্দ বলার পর ১ আলিফ পরিমাণ আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস জারি রেখে পড়তে হয়।

مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا

সূরা ইয়াসিন, আয়াত-৫২

عَوَجًا قَيِّمًا

সূরা কাহাফ, আয়াত-১

كَلَّا بَلْ سَكَّتْ رَانَ

সূরা মুতফ্ফিফীন, আয়াত-১৪

وَقِيلَ مَنْ سَكَّتْ رَاقٍ

সূরা ক্বিয়ামাহ, আয়াত-২৭

ওয়াক্ফ সংক্রান্ত কিছু জরুরী বিষয়

আমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে হরকত, তানউয়ীন, জব্বাম, তাশদীদসহ মোট ১১টি চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। এ ১১টি চিহ্নের মধ্যে ওয়াক্ফ করার সময় ৭টি চিহ্নে জব্বাম ব্যবহার করতে হয়।

তা হচ্ছেঃ — — — — — — —

আর দু'টি চিহ্নে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। তা হচ্ছেঃ — —

অপর দু'টি হচ্ছে জব্বাম তাশদীদ — —

* জব্বাম হলে জব্বামই পড়তে হয়। * তাশদীদ হলে দেড় হরকত পরিমাণ দেরি করে পড়তে হয়।

আ'রিদ্বী সাকিনের পরিচয়:

ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে যে সাকিন হয় উহাকে আ'রিদ্বী সাকিন বলে। যেমন:

○ نُسْتَعِينُ কে ওয়াক্ফ করলে ○ نُسْتَعِينُ পড়তে হয়।

ওয়াক্ফের হরফে/আয়াতের শেষ হরফে
কোথায় কি পড়তে হবে নিম্নে তা দেয়া হলো

* এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ, খাড়া যের,
উল্টা পেশ হলে ওয়াক্ফের হরফে/আয়াতের শেষ হরফে জবাম
দিয়ে পড়তে হবে। **যেমনঃ**

— এক যবর হলে —	إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ○
— এক যের হলে —	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ ○
— এক পেশ হলে —	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ○
— দুই যের হলে —	لَا يُلْفِ قَرِيْشٍ ○
— দুই পেশ হলে —	إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّاةٌ ○
— খাড়া যের হলে —	وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ○
— উল্টা পেশ হলে —	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ○

আয়াতের শেষে জবাম ব্যবহারের কারণে কুলকুলার হরফ
হলে কুলকুলাহ করে পড়তে হবে। **যেমনঃ**

ق	خَلَقَ	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○
ط	مُحِيطٌ	وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ○
ب	وَقَبٌ	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○
ج	الْبُرُوجِ	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ○
د	حَسَدٌ	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

আয়াতের শেষে জবাম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ قُلْ أُوحِيَ ۝ قُلْ أُوحِيَ

ওয়াক্ফ করার সময় যবর/যেরের বাম পাশে খালি ى থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝

সূরা তুহা-৩০

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ هَارُونَ أَخِي ۝

পেশের বাম পাশে খালি و থাকলে ওয়াক্ফ করার সময় এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

قُلْ ادْعُوا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا ۝

আনা শব্দ ও আলিফে ঝা-ইদাতে ওয়াক্ফ করলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

أَنَا ۝ أَنْ تَبُوءَ ۝ لِنَبْلُوا ۝ لِيَرُبُوا ۝

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে তাশদীদ থাকলে, উচ্চারণে দেড় হরকত পরিমাণ সময় লাগবে।

إِنْسٍ وَلَا جَانٍّ ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ۝

لَهَبٍ وَتَبٍّ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ ۝ عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ۝

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে জবাম থাকলে, জবাম-ই পড়তে হবে।

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে 𐤀 থাকলে এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝ وَجَنَّتِ الْفَافَا ۝

* ৩০ নম্বর পারায় 'সূরা নাবা ও নাযিয়াত' এর অনেক আয়াতেই এ মাদ্দ রয়েছে।

গোল তায়ে ৪ দুই যবর হলে ওয়াক্ফ করার সময় মাদ্দ হবেনা ৪ হা সাকিন পড়তে হবে।

تَصْلٰی نَارًا حَامِيَةً ۝ لَا تَسْعٰ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে মাদ্দ এর হরফ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهٰیهَا ۝ وَاَدْخِلْ جَنَّتِیْ ۝ اَنْ اَسْلَمُوْا ۝

* ৩০ নম্বর পারায় সূরা আশ-শামসি এর পনেরটি আয়াতের শেষে পনেরটি মাদ্দ এর হরফ রয়েছে।

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে ٰ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰ ۝ وَالْيَلِ اِذَا يَخْشٰ ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰ ۝

* ওয়াক্ফের সাথে খালি ٰ পড়তে হবেনা। ৩০ নম্বর পারায় 'সূরা আ'লা ও লাইল' এর অনেক আয়াতেই এ মাদ্দটি পাওয়া যাবে।

গোল তায়ে ৪ ওয়াক্ফ করলে কোন নিয়মই চলবেনা। কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত ১১টি চিহ্ন থেকে যে কোন চিহ্ন বসলেই তাকে হা ৪ সাকিন পড়তে হয়। যেমনঃ

بِاَيْدِیْ سَفَرَةٍ ۝ بِاَيْدِیْ سَفَرَةٍ ۝

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْبَةِ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْبَةِ ۝

ইমালাহ্

এই শব্দের 'র' এর খাড়া 'যের' বাংলা (এ-৫) একারের মতো পড়তে হবে। এটাকে ইমালাহ্ বলে।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَرَهَا وَمَرْسَهَا ۝

সূরা হুদ এর ৪১ নং আয়াত

(মাজরিহা এর পরিবর্তে মাজরেহা পড়তে হবে)

نُনে কুত্নী

* **নুনে কুত্নী:** শব্দের শেষ হরফে তানউয়ীন আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে জব্বম অথবা তাশদীদ থাকলে পূর্বের এবং পরের দুই শব্দকে মিলিয়ে পড়ার সময় দুই যবরের জায়গায় এক যবর, দুই যেরের জায়গায় এক যের, দুই পেশের জায়গায় এক পেশ পড়তে হয় এবং দুই শব্দের মাঝে একটি ছোট নুন ۞ বসিয়ে নিচে যের দিয়ে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। ওয়াক্ফ করলে নুনে কুত্নী পড়তে হয় না।

যেমন: (সূরা-ইখলাসের এ আয়াত ২টি মিলিয়ে পড়লে)

ওয়াক্ফ করে পড়লে	মিলিয়ে পড়লে
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞

(সূরা-হুমার এ আয়াত ২টি মিলিয়ে পড়লে)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞

الشَّعْبِيُّ শব্দটি কোথায় কি ভাবে পড়তে হবে

আয়াতুল কুরসী এর শেষে হবে	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ	মহান	মর্যাদাবান	তিনি	আর
তिलाওয়াত এর শেষে হবে	صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ	মহান	মর্যাদাবান	আল্লাহ	সত্য বলেছেন
আসতগফিরুল্লাহ এর শেষে হবে	إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ	মহান	মর্যাদাবান	আল্লাহ	ব্যতীত

اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ - হরফে মুক্বাত্বয়াত

পবিত্র কুরআন মাজীদ এ মোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে, এর মধ্যে ২৯ টি সূরার শুরুতে হরফে মুক্বাত্বয়াত রয়েছে। যার অর্থ আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ছাড়া কেউ জানতে পারে নি। এগুলোর মাহাত্ম্য আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন। এগুলো তিলাওয়াত করার বিশেষ নিয়ম রয়েছে। এ হরফ গুলো তিলাওয়াত করতে হলে প্রতিটি হরফের আরবী বানান জানা থাকতে হবে। কারণ বেশ কিছু মুক্বাত্বয়াতের তাজউয়ীদ এর কায়দা অনুযায়ী, মাদ্দ, গুনাহ্‌সহকারে তিলাওয়াত করতে হয়। বিস্তারিত উস্তাদগণের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

ক্রমিক	সূরার নাম	মুক্বাত্বয়াত
১	সূরা বাক্বারা	اَلَمْ
২	সূরা ইমরান	اَلَمْ
৩	সূরা আ'রাফ	اَلْمَصَّ
৪	সূরা ইউনূস	اَلرَّ
৫	সূরা হুদ	اَلرَّ
৬	সূরা ইউসুফ	اَلرَّ
৭	সূরা রা'দ	اَلْمُرَّ
৮	সূরা ইব্রাহীম	اَلرَّ
৯	সূরা হিজর	اَلرَّ
১০	সূরা মারইয়াম	كَهَيَّعَصَّ
১১	সূরা ত্বহা	طَهْ
১২	সূরা শুয়া'রা	طَسَمَّ

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	সূরার নাম	মুক্কাভয়াত
১৩	সূরা নাম্বল	طس
১৪	সূর কাসাস	طسم
১৫	সূরা আংকাবুত	ا
১৬	সূরা রুম	ا
১৭	সূরা লোকমান	ا
১৮	সূরা সাজ্দাহ	ا
১৯	সূরা ইয়াসীন	ا
২০	সূরা সদ	ا
২১	সূরা মু'মিন	ا
২২	সূরা হা মীম সাজ্দাহ	ا
২৩	সূরা গুরা	ا - سق মোটা গুনাহ - তুনাহ
২৪	সূরা যুখরুফ	ا
২৫	সূরা দুখান	ا
২৬	সূরা জাছিয়াহ	ا
২৭	সূরা আহক্বাফ	ا
২৮	সূরা ক্বাফ	ا
২৯	সূরা ক্বলাম	ا

কুরআন মাজীদ এ মোট ১৪ টি সাজদাহ রয়েছে

কুরআন মাজীদ এ ১৪টি আয়াত আছে, যেগুলো তিলাওয়াত করলে সাজদাহ দিতে হয়। যারা তিলাওয়াত শুনবে তাদেরকেও সাজদাহ দিতে হবে। এক বৈঠকে একটি সাজদার আয়াত বার বার তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াত শেষে একটি সাজদাহ দিলেই চলবে। (বিস্তারিত উস্তাদের নিকট থেকে শিখে নিন)

[সাজদাহ আদায় করা ওয়াজিব]

ক্রঃনং	সূরার নাম	পারা নং	আয়াত নম্বর
১	সূরা আ'রাফ	৯	শেষ আয়াত-১৬০
২	সূরা রা'দ	১৩	আয়াত-১৫
৩	সূরা নাহল্	১৪	আয়াত-৫০
৪	সূরা বানী ইসরাঈল	১৫	আয়াত-১০৯
৫	সূরা মারইয়াম	১৬	আয়াত-৫৮
৬	সূরা হাজ্জ	১৭	আয়াত-১৮
৭	সূরা ফুরক্বান	১৯	আয়াত-৬০
৮	সূরা নাম্ল	১৯	আয়াত-২৫
৯	সূরা সাজ্দাহ্	২১	আয়াত-১৫
১০	সূরা সদ্	২৩	আয়াত-২৪
১১	সূরা হা মীম সাজদাহ্	২৪	আয়াত-৩৭
১২	সূরা আন নাজ্ম	২৭	আয়াত-৬২
১৩	সূরা ইংশিক্বাক্ব	৩০	আয়াত-২১
১৪	সূরা আ'লাক্ব	৩০	আয়াত-১৯

কবী - কালিমা হ সমূহ

কবী طيبة - কালিমা হ তুইয়্যিবাহ (অর্থ: পবিত্র বাক্য)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

প্রশংসিত/
আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর ব্যতীত/
উপাস্য (নেই কোন) ছাড়া

অর্থ : নেই কোন উপাস্য (ইবাদাতের উপযুক্ত) আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল।

কবী شهادة - কালিমা হ শাহাদাৎ (অর্থ: সাক্ষ্য দানের বাক্য)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অংশীদার নেই তিনি একক আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
প্রশংসিত/
তঁার রসূল এবং তঁার বান্দা মুহাম্মাদ (সাঃ) যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আরো তঁারই জন্যে

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তঁার কোন অংশীদার নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

কবী توحيد - কালিমা তাওহীদ অর্থ: সম্মানিত বাক্য

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَا ثَانِي لَكَ مُحَمَّدٌ

প্রশংসিত/
মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমার জন্য কোন দ্বিতীয় সত্তা নেই একক তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই

● رَّسُولُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহর প্রেরিত রসূল মুত্তাকিদের ইমাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি একক, তোমার কোন দ্বিতীয় স্বত্ব নেই,

মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল। ধর্মভীরুদের ইমাম,
তিনি জগতসমূহের প্রতিপালকের মহান দূত।

كَذَلِكَ قَالَ تَبِيعُوا كَلِمَةَ تَبِعُوا (অর্থ: সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা)

اللَّهُ	يَهْدِي	نُورًا	أَنْتَ	إِلَّا	إِلَهَ
আল্লাহ	প্রদর্শন করেন	আলো	তুমি	ব্যতীত	উপাস্য নেই
لِنُورِهِ	مَنْ	يَشَاءُ	مُحَمَّدٌ	رَسُولُ	اللَّهُ
তাঁর আলো	যাকে	ইচ্ছা	প্রশংসিত/মুহাম্মাদ(সাঃ)	রসূল (প্রেরিত)	আল্লাহ
إِمَامٌ	الْمُرْسَلِينَ	خَاتَمُ	التَّيِّبِينَ		
ইমাম	নাবীগণের	শেষ	নাবী		

অর্থ : হে আল্লাহ্ ! তুমি ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই, তুমি জ্যোতির্ময়। তুমি যাকে ইচ্ছা আপন জ্যোতি: প্রদর্শন কর। মুহাম্মাদ(সাঃ) প্রেরিত নাবীগণের ইমাম এবং শেষ নাবী।

إِيمَانُ مُجْمَلٌ (অর্থঃ সংক্ষিপ্ত ঈমান)

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ

তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর নামের সাথে তিনি যেমন আল্লাহ উপর আমি ঈমান আনলাম

وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ وَآرْكَانِهِ

তাঁর বিধি-বিধান এবং তাঁর আদেশ যাবতীয় মেনে নিলাম এবং

আমি আল্লাহ তায়ালায় প্রতি তাঁর সমুদয় নামের সাথে ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর সাথে ঈমান আনলাম। আর তাঁর যাবতীয় আদেশ ও বিধি-বিধান মেনে নিলাম।

إِيمَانُ مُفَصَّلٌ ঈমানি মুফাচ্ছল্ (অর্থ: বিস্তারিত বিশ্বাস)

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ

এবং তাঁর কিতাব সমূহের (উপর) এবং তাঁর ফেরেশতাগণের (উপর) এবং আল্লাহর উপর আমি ঈমান আনলাম

رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

তার রসূলগণের উপর এবং কিয়ামাতের দিনের (উপর) এবং তাঁর (উপর) ভাল-মন্দ (উপর) এবং তার ভাল তাকদীর এবং

مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

হতে আল্লাহ সর্ব উচ্চ এবং পুনরুত্থানের (উপর) পরে মাউতের (মৃত্যুর)

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর এবং তাঁর ফেরেশতাদের উপর এবং তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর এবং কিয়ামাতের দিনের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ (কর্মফল) সর্বোচ্চ আল্লাহর পক্ষ থেকে (হয়) তার উপর এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের উপর।

হাদীস শারীফ

لَجَّجَا إِمَانَهُنَّ أَلْحِيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ .

(বায়হাকী)



আযান, ইকামাত ও জাওয়াব

জাওয়াব	আযান
اللَّهُ أَكْبَرُ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্	اللَّهُ أَكْبَرُ চার বার সবচেয়ে বড় আল্লাহ্
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ দুই বার আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ দুই বার আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং কোন ক্ষমতা নেই	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ দুই বার নামাজের দিকে আসুন
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত শক্তি নেই এবং কোন ক্ষমতা নেই	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ দুই বার কল্যাণের দিকে আসুন
صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ আপনি নেক কাজ করেছেন এবং আপনি সত্য বলেছেন	أَلِصَّوْلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ফজরের সময় দুই বার ঘুম হতে উত্তম নামাজ
أَقَامَهَا اللَّهُ وَآدَمَهَا উহা স্থায়ী করেছেন এবং আল্লাহ উহা দাঁড় করিয়েছেন	قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ইকামাত এর সময় দুই বার নামাজ দাঁড়িয়েছে এ মুহুর্তে/নিশ্চয়ই
اللَّهُ أَكْبَرُ সবচেয়ে বড় আল্লাহ্	اللَّهُ أَكْبَرُ দুই বার সবচেয়ে বড় আল্লাহ্
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এক বার আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই

অর্থ : ১. আল্লাহ অতি মহান। (আল্লাহ অতি বড়)। ২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ৩. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), আল্লাহর রসূল। ৪. নামাজের (সলাতের) দিকে আসুন। (জাওয়াব) নেই কোন আশ্রয়স্থল, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ছাড়া। ৫. কল্যাণের দিকে আসুন (জাওয়াব) নেই কোন কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ছাড়া। ৬. ঘুম হতে নামাজ উত্তম। (জাওয়াব) আপনি সত্য বলেছেন এবং আপনি নেক কাজ করেছেন। ৭. এ মুহুর্তে নামাজ (সলাত) দাঁড়িয়েছে। (জাওয়াব) আল্লাহ উহা দাঁড় করিয়েছেন এবং উহা স্থায়ী করেছেন। ৮. আল্লাহ অতি মহান। (আল্লাহ অতি বড়)। ৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

“আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ”
দু’য়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আযানের দুয়া

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
হে আল্লাহ (আপনিই) এই আহ্বান পরিপূর্ণ

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اَنْتَ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيْلَةَ
এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অনুগ্রহ (মাধ্যম)

وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْبُوْدًا
এবং মর্যাদা তাঁকে পৌঁছে দিন সর্ব উচ্চ স্থানে প্রশংসিত

اَلَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخِلُّ الْبَيْْعَةَ
যার তাঁকে ওয়াদা দিয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই না খেলাপ করেন ওয়াদা

অর্থ : হে মহান আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাজের (সলাত এর) আপনিই মালিক। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অনুগ্রহ করুন এবং তাঁকে দান করুন, পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন সর্ব উচ্চ প্রশংসিত স্থানে, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

নামাজের শুরুতে তাকবীর তাহরিমা (অর্থ: নিষিদ্ধ বা হারাম)

অর্থ : আল্লাহ অতি মহান (আল্লাহ অতি বড়)।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ
সবচেয়ে বড় আল্লাহ

ছানা (অর্থ: প্রশংসা)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى
হে আল্লাহ আপনার আমরা পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা সাথে এবং বরকতময়/প্রাচুর্যময় নাম এবং আপনার সর্ব উচ্চ

جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ
আপনার মহিমা এবং উপাস্য নেই কোন ব্যতীত আপনি

অর্থ : হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা এবং সেই সাথে পবিত্রতা, ঘোষণা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মহিমা (মহানুভবতা) সর্ব উচ্চ, আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

সূরা তুল ফাতিহা (অর্থ: সূচনা)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামের সাথে (শুরু করছি)

অর্থ : পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱ الرَّحْمَنِ

অসীম দয়ালু জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে প্রশংসা যাবতীয়

الرَّحِيمِ ۝ۨ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝۩ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

আমরা ইবাদাত করি আপনারই বিচার দিবসের মালিক পরম করুণাময়

وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝۪ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

পথ আমাদেরকে আপনি দেখান আমরা সাহায্য চাই আপনারই কাছে এবং

الْمُسْتَقِيمَ ۝۫ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝۬

তাদের (পথের উপর) আপনি নিয়ামত দান করেছেন যাদেরকে (ঐসব লোকের) পথ সরল/সঠিক

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ۭ

পথ ভ্রষ্টদের না এবং যাদের উপর গজব প্রাপ্ত ব্যতীত/ছাড়া

অর্থ : ১) যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে । ২) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু । ৩) বিচার দিনের মালিক । ৪) আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই । ৫) আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান । ৬) ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন । ৭) ঐসব লোকের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট ।

سُورَةُ الْفِيلِ (অর্থ: হাতী) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝
হাতী ওয়ালাদের সাথে আপনার রব করেছেন কেমন (আপনি) নাই কি?

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
পাঠিয়েছেন এবং নিষ্ফল/বিভ্রান্ত মধ্যে তাদের চক্রান্ত তিনি করেছেন নাই কি?

عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايِلَ ۝
পাথর সমূহ কে তাদের উপর নিক্ষেপ করে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তাদের উপর

مِّنْ سَجِيلٍ ۝
ভক্ষণ করা চিবানো ঘাস যেমন তাদের করে দেন অতঃপর কংকরের স্থান হতে

অর্থ : ১) আপনি কি দেখেন নি! আপনার রব, হাতী ওয়ালাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? ২) তিনি কি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ (ভ্রষ্ট) করে দেন নি? ৩) তাদের উপর ঝাঁকেঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। ৪) যারা তাদের উপর সিঁজিল (নামক স্থান) হতে পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫) অতঃপর তাদেরকে চিবানো ঘাসের মত করে দিয়েছিলেন।

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ (অর্থ: কুরাঈশগণ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ ۝
শীতের সফরে তাদের অভ্যস্ত হওয়া কুরাঈশগণ অভ্যস্ত হয়েছে যেহেতু

وَالصَّيْفِ ۝
কাবা ঘরের এই প্রতিপালকের তাদের ইবাদাত করা উচিত সুতরাং গ্রীষ্মের এবং

الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۝
ভয় হতে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং ক্ষুধা হতে তাদের আহর দিয়েছেন যিনি

অর্থ : ১) যেহেতু কুরাঈশগণ অভ্যস্ত হয়েছে। ২) অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত। ৩) কাজেই তাদের উচিত এই ঘরের (কাবার) প্রতিপালকের ইবাদাত করা। ৪) যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেছেন। ৫) এবং ভয় ভীতি থেকে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন।

سُورَةُ الْمَائِدَةِ (অর্থ: প্রয়োজনীয় জিনিস) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْأَيِّدِينَ ۖ (১)
 আপনি দেখেছেন কি? (তাকে) যে মিথ্যা সাব্যস্ত করে বিচার দিন কে

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۖ (২) وَلَا يَحْضُرُ ۚ (৩)
 এ সে (লাক) অতঃপর যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় না এবং উৎসাহিত করে

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ (৪) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (৫)
 দরিদ্রদেরকে খাদ্যদানের ব্যাপারে (এসব) নামাজীদের জন্যে ধ্বংস অতএব

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ (৬)
 যারা (বৈশিষ্ট্য হল) তাদের হতে নামাজ তাদের উদাসীন

الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاؤُونَ ۖ (৭) وَيَنْهَعُونَ الْمَاعُونَ (৮)
 যাদের (বৈশিষ্ট্য হল) তারা যাদের লোক দেখানোর (কাজ করে) এবং সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসের (দিতে) নিষেধ করে

অর্থ : ১) আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে ব্যক্তি বিচারের দিনকে (প্রতিফল দিবসকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে? ২) এতো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। ৩) এবং দরিদ্রদেরকে খাদ্য দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। ৪) (এতএব) ঐ সব নামাজীদের ধ্বংস। ৫) যারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন। ৬) যারা লোক দেখানোর কাজ করে। ৭) আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস, মানুষকে দিতে নিষেধ করে থাকে।

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ (অর্থ: নহর) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ (১) فَصَلِّ لِرَبِّكَ ۚ (২)
 আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে দিয়েছি কাওসার আপনার রবের জন্যে আপনি নামাজ পড়ুন অতঃপর

وَأَنْحَرْ ۖ (৩) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ (৪)
 কুরবানী দিন এবং নিশ্চয়ই শত্রু আপনার সেই শিকড়-কাটা/নির্মূল

অর্থ : ১) (হে নাবী) আমি আপনাকে ‘কাওসার’ দান করেছি। ২) অতএব, আপনি আপনার রবের জন্যে নামাজ (সলাত) পড়ুন এবং কুরবানী করুন। ৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই, শিকড়-কাটা নির্মূল।

سُورَةُ الْكَافِرُونَ (অর্থ: কাফিররা) . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝
তোমরা ইবাদাত কর যার আমি ইবাদাত করি না কাফিররা হে বলুন

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ
ইবাদাতকারী আমি না এবং আমি ইবাদাত করি যার ইবাদাতকারী তোমরা না এবং

مَا عَبَدُ تُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝
আমি ইবাদাত করি যার ইবাদাতকারী তোমরা না আর তোমরা ইবাদাত কর যা

لَكُمْ دِينُكُمْ وَٰلِيَ دِينِ ۝
ধর্ম (দীন) আমার জন্যে এবং তোমাদের ধর্ম (দীন) তোমাদের জন্যে

অর্থ : ১) (হে নাবী) বলুন, হে কাফিররা ২) আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর। ৩) আর তোমরা তার ইবাদাত কর না, যার ইবাদাত আমি করি। ৪) আমি ইবাদাত কারী নই, তোমরা যার ইবাদাত কর। ৫) তোমরা ইবাদাত কর না, যার ইবাদাত আমি করি। ৬) তোমাদের ধর্ম, তোমাদের জন্যে, আমার ধর্ম আমার জন্যে।

سُورَةُ النَّازِعَاتِ (অর্থ: সাহায্য) . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ
মানুষদেরকে আপনি দেখবেন এবং বিজয় (তখন হয়) এবং আল্লাহর সাহায্য আসবে যখন

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
প্রশংসার সাথে আপনি তাসবীহ পাঠ করবেন দলে দলে আল্লাহর ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করবে

رَبِّكَ ۝ اسْتَغْفِرْهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝
তাব্বা গ্রহণকারী হলেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর (নিকট) ক্ষমা চান এবং আপনার রবের

অর্থ : ১) যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, (এবং) তখন বিজয় লাভ হবে। ২) আর আপনি দেখতে পাবেন, দলে দলে মানুষ আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করছে। ৩) তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করবেন, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাব্বা গ্রহণকারী।

سُورَةُ الْاٰحْقَافِ (অর্থ: জলন্ত অঙ্গার) . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

تَبَّتْ	يَدَا	اَبٰی لَهَبٍ	وَتَبَّتْ	مَا اَغْنٰی
দুই হাত ধ্বংস হলো	আবু লাহাবের	এবং	সেও ধ্বংস হলো	না কাজে আসলো
عَنْهُ	مَا لَهُ	وَمَا كَسَبَ	سَيَصْلٰی	نَارًا ذَاتَ
তার থেকে	তর ধন-সম্পদ	এবং যা	সে অর্জন করেছিল	অচিরেই আগুনে সে প্রবেশ করবে
لَهَبٍ	وَامْرَاَتُهُ	حَبَالَةَ	الْحَطَبِ	
শিখা	এবং তার স্ত্রী	তার	বহনকারিনী	জ্বালানী কাঠ
فِي	جِدْرِ	هَا	حَبْلٍ مِّنْ	مَّسَدٍ
মধ্যে	গলার	তার	রশি	হতে খেজুর গাছের আঁশ

অর্থ : ১) ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুটি হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। ২) সে যে সব ধন-সম্পদ অর্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসবে না। ৩) অচিরেই শিখা যুক্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে। ৪) এবং তার স্ত্রীও জ্বালানী কাঠ বহনকারিনী (কুটনীবুড়ী)। ৫) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

سُورَةُ الْاٰحْقَافِ (অর্থ: একত্ব) . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

قُلْ	هُوَ	اللّٰهُ	اَحَدٌ	اَللّٰهُ	الصَّمَدُ	لَمْ	يَلِدْ
তিনিই	আল্লাহ	এক	আল্লাহ	মুখাপেক্ষী নয়	কখনও না	কখনও না	তিনি জন্ম দেন
وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	لَّهِ	كُفُوًا	اَحَدٌ	
এবং	কখনও না	এবং	কখনও না	হয়	সমান	তারই	(এক) কেহই

অর্থ : ১) (হে নাবী) আপনি বলুন তিনি আল্লাহ এক। ২) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। ৩) কখনও তিনি জন্ম দেন নি এবং তিনি কখনও জন্ম নেন নি। ৪) এবং কখনও কেহই তাঁর সমকক্ষ নয়।

সূরা ইখলাস এর ফযিলতঃ

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রসূল (সা.) বললেন, তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কুরআনের তিনভাগের একভাগ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল, তখন রসূল (সা.) আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম ও তিরমিযী)

সূরা তুল ফালাক্ব (অর্থ: প্রভাত কাল) . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ	بِرَبِّ الْفَلَقِ	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ	১	২
আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি (হে রসুল) বলুন	প্রভাতের প্রতিপালক কাছে	তিনি সৃষ্টি করেছেন যা কিছু অনিষ্ট হতে/থেকে		
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ	وَمِنْ شَرِّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى	৩	৪
অন্ধকারকারী যখন আচ্ছন্ন হয়/সমাগত হয়	ফুৎকারিনী নারীদের অনিষ্ট হতে এবং	যেহুদী ও খ্রিস্টানদের অনিষ্ট হতে এবং		
فِي الْعُقَدِ	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	৫	৬	৭
গিরা সমূহের মধ্যে	যখন হিংস্র হলে	সে হিংসা করে যখন হিংস্র হলে		

অর্থ : ১) (হে নাবী) আপনি বলুন, আমি সকাল বেলার স্রষ্টার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি। ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন করে। ৪) এবং গিরায়ে ফুৎক দানকারিণী নারীদের অনিষ্ট হতে। ৫) এবং হিংস্রের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

সূরা তুন নাস (অর্থ: মানুষ) . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ	بِرَبِّ النَّاسِ	مَلِكِ النَّاسِ	১	২
আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি (হে রসুল) বলুন	পালন কর্তার কাছে মানুষের	মালিকের কাছে মানুষের		
إِلَهِ النَّاسِ	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	৩	৪	৫
উপাস্যের কাছে মানুষের	আত্মগোপনকারী (শয়তান) কুমন্ত্রণা অনিষ্ট হতে			
الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ	৬	৭	৮
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে মধ্যে	যে জ্বিন্দের এবং মানুষের থেকে			

অর্থ : ১) (হে নাবী) আপনি বলুন, আমি মানুষের পালন কর্তার কাছে, আশ্রয় গ্রহণ করছি। ২) মানুষের মালিকের নিকট ৩) মানুষের উপাস্যের নিকট ৪) আত্মগোপনকারী শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে ৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করে ৬) জ্বিন এবং মানুষ জাতির মধ্য থেকে।

রুকু সাজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
সুমহান আমার প্রভূর পবিত্রতা ঘোষণা করছি

রুকুতে বিলম্ব করা ওয়াজিব,
তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত,
৩/৫/৭বার পড়া যাবে।

অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَدَّثَهُ
তাঁর প্রশংসা করেন যিনি (জন্মে) আল্লাহ শুনে

রুকু থেকে দাড়াবার সময়
এ তাসবীহ পড়া সুন্নাত,
সোজা হয়ে খাড়া হওয়া
ও বিলম্ব করা ওয়াজিব।

অর্থ : আল্লাহ শুনে, যিনি তাঁর প্রশংসা করেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার তাহমীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ • حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ •
এর মধ্যে বরকতময় পবিত্রতা অত্যন্ত প্রশংসা প্রশংসা সমস্ত আপনার জন্যে হে, আমাদের প্রতিপালক

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যে। অধিক প্রশংসা পবিত্রতা বরকত (এই নামের) এর মধ্যে রয়েছে।

সাজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
সর্ব উচ্চ আমার পালন কর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সাজদাহ করা ফরজ,
সাজদাতে বিলম্ব করা ওয়াজিব,
এ তাসবীহ ৩/৫/৭ বার পড়া সুন্নাত।

অর্থ : আমাদের সর্ব উচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা ও বিলম্ব করা ওয়াজিব এবং এ তাসবীহ পড়া সুন্নাত

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي
আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে মাহফ করুন হে আল্লাহ

• وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي •
আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন এবং

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে মাহফ করুন, আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিজিক দান করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন।

তাশাহুদ (অর্থ: সাক্ষ্যদান)

নামাযের মধ্য বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

① اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلِّ عَلَى اٰلِهِ وَصَلِّ عَلَى رَحْمَتِهِ
পবিত্রতা সমস্ত এবং ইবাদাত সমস্ত এবং আল্লাহর জন্য তাজ্জীম সমস্ত

② اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
তার বরকত এবং আল্লাহর রহমাত এবং নাবী হে আপনার উপর শান্তি সমস্ত

③ اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ
নেককার/সৎ আল্লাহর বান্দার উপর এবং আমাদের উপর শান্তি সমস্ত

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ
যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আরো আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

④ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
তঁার রসূল এবং তঁার বান্দা মুহাম্মাদ (সাঃ)

অর্থ : ১। সমস্ত তাজ্জীম, সমস্ত পবিত্রতা এবং সমস্ত ইবাদাত আল্লাহর জন্যে ২। হে নাবী সমস্ত শান্তি রহমাত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক ৩। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং সমস্ত নেককার বান্দাদের উপর ৪। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

নামাজের বৈঠকের সুন্নাৎ

- (১) ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসা এবং আংগুল কিবলার দিকে রাখা।
- (২) দুই হাত রানের উপরে রাখা।
- (৩) তাশাহুদের ভেতরে اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল ওঠানো এবং اِلَّا اللهُ শুরুতে নামানো।

দরুদে ইব্রাহীম (নাবী ও নাবীর পরিবারের উপর দু'য়া)

○	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	○	وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	○	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	○	وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	○	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	○	وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
	মুহাম্মাদ (সাঃ) এর	পরিবারবর্গের	উপর	এবং	মুহাম্মাদ (সাঃ) এর	উপর	শান্তি বর্ষণ করুন	হে	আল্লাহ		
○	كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ	○	وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	○	كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ	○	وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	○	كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ	○	وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
	ইব্রাহীম (আঃ) এর	পরিবারবর্গের	উপর	এবং	ইব্রাহীম (আঃ) এর	উপর	শান্তি বর্ষণ করেছেন	যেমন			
○	إِنَّكَ حَيِّدٌ مَّجِيدٌ	○	اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ	○	إِنَّكَ حَيِّدٌ مَّجِيدٌ	○	اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ	○	إِنَّكَ حَيِّدٌ مَّجِيدٌ	○	اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
	সম্মানিত	প্রশংসিত	আপনি	নিশ্চয়	মুহাম্মাদ (সাঃ) এর	উপর	বরকত দান করুন	হে	আল্লাহ		
○	وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	○	كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ	○	وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	○	كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ	○	وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ	○	كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
	মুহাম্মাদ (সাঃ) এর	পরিবারবর্গের	উপর	এবং	ইব্রাহীম (আঃ) এর	উপর	আপনি বরকত দান করেছেন	যেমন			
○	وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	○	إِنَّكَ حَيِّدٌ مَّجِيدٌ	○	وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	○	إِنَّكَ حَيِّدٌ مَّجِيدٌ	○	وَعَلَى آلِ إِبْرাহِيمَ	○	إِنَّكَ حَيِّدٌ مَّجِيدٌ
	ইব্রাহীম (আঃ) এর	পরিবারবর্গের	উপর	এবং	সম্মানিত	প্রশংসিত	আপনি	নিশ্চয়			

অর্থ : ১। হে আল্লাহ আপনি শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমনিভাবে আপনি শান্তি বর্ষণ করেছেন, ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর। ২। নিশ্চয়ই আপনি সম্মানিত প্রশংসিত। ৩। হে আল্লাহ আপনি বরকত দান করুন মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমনিভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর। ৪। নিশ্চয়ই আপনি সম্মানিত প্রশংসিত।

দু'য়া মাসূরা (অর্থ: হাদীসের নিয়ম অনুসারে)

○	اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي	○	ظُلْمًا كَثِيرًا	○	وَلَا يَغْفِرُ	○	اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي	○	ظُلْمًا كَثِيرًا	○	وَلَا يَغْفِرُ
	আমি	নিজের	অপরাধ	জুলুম	আমার	অপরাধ	আমি	নিজের	অপরাধ	জুলুম	আমার
○	الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ	○	فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً	○	مِنْ عِنْدِكَ	○	الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ	○	فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً	○	مِنْ عِنْدِكَ
	গুনাহ সমূহ	ব্যতীত	আপনিই	অতঃপর	মাফ করুন আমাকে	পরিপূর্ণ ক্ষমা	হতে	আপনার	নিকট		
○	وَارْحَنِي	○	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ	○	الرَّحِيمُ	○	وَارْحَنِي	○	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ	○	الرَّحِيمُ
	আমাকে	অনুগ্রহ করুন	এবং	আপনি	নিশ্চয়ই	আপনিই	ক্ষমাশীল	অত্যন্ত	মেহেরবান		

অর্থ : ১। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব আপনিই আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন পরিপূর্ণ ক্ষমা। আমাকে দয়া করুন। ২। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

দুয়া' কুনুৎ (অর্থ: বিনয়ী হওয়া)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
আপনার উপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আপনার কাছে আমরা ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে আমরা সাহায্য চাই আমরা নিশ্চয়ই হে আল্লাহ

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ① وَنَشْكُرُكَ
আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং উত্তম আপনার উপর আমরা উত্তম প্রশংসা করছি এবং আপনার উপর আমরা ভরসা করি এবং

وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ②
আপনার নাফরমানী করে যারা আমরা ত্যাগ করব এবং সম্পর্ক কর্তন করি এবং আপনার (সাথে) কুফরী করি না এবং

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ
আমরা সাজদা করি এবং আমরা নামাজ আদায় করি আপনার জন্যে এবং ইবাদাত করি আপনারই হে আল্লাহ

وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَ نَرْجُو رَحْمَتَكَ
আপনার রহমাতের আমরা আশা করি এবং আমরা দ্রুত আসি এবং আমরা ছুটে আসি আপনার দিকে এবং

وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ ③ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ④
নির্ধারিত (শুধু) কাফিরদের উপর আপনার আযাব নিশ্চয় আপনার আযাব আমরা ভয় করি এবং

অর্থ : ১। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমরা, আপনার কাছে সাহায্য চাই এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার উপর ভরসা করি, আর আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি ২। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আপনার সাথে কুফরী করি না, (তাদের সাথে) সম্পর্ক রাখব না আমরা ত্যাগ করব, যারা আপনার নাফরমানী করে ৩। হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদাত করি, আপনার জন্যই নামাজ আদায় করি, আর আপনাকে সাজদা করি এবং আপনার দিকে দ্রুত ছুটে আসি ও আপনার দয়ার আশা করি এবং আপনার আযাবকে আমরা ভয় করি ৪। যদিও আপনার আযাব শুধু মাত্র কাফিরদের জন্যে নির্ধারিত।

সালাম (অর্থ: শান্তি)

• اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ
আল্লাহর রহমাত এবং আপনার উপর শান্তি সমস্ত

অর্থ : আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

তাওবা (অর্থ: ফিরে আসা)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ
আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমার রব আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি
তার কাছে আমি ফিরে আসছি এবং গুনাহ সমস্ত হতে

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .
কোন ক্ষমতা নেই এবং শক্তি নেই
মহান মর্যাদাবান আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত

অর্থ : ১। আমার রব আল্লাহর নিকট আমি ক্ষমা চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ হতে এবং তাঁর কাছে তওবা করছি (ফিরে আসছি)। ২। অতি মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই, কোন আশ্রয় এর জায়গা নেই।

মুনাজাত (অর্থ: প্রার্থনা)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
আমাদের দান করুন হে আমাদের রব
মঙ্গল আখিরাতের মধ্যে এবং মঙ্গল দুনিয়ার মধ্যে

وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ . رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
আমাদেরকে বাঁচান
যেমন (তাদেরকে) আপনি রহম করুন হে আমাদের রব
জাহান্নামের আযাব (থেকে)

رَبِّا فِي صَغِيرًا . بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِينَ .
আমাকে লালন পালন
অসীম দয়ালু করণাময় হে আপনার রহমাতের সাথে ছোট বেলায়

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। হে আমাদের রব, রহম করুন আমাদের পিতা মাতাদের উপর, যেমন করে তারা আমাদেরকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছিলেন। আপনার রহমাতের সাথে হে করণাময় অসীম দয়ালু।

অর্থ:-হে আল্লাহ,আমাদের মধ্য থেকে জীবিত মৃত উপস্থিত অনুপস্থিত ছোট বড় পুরুষ মহিলাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর কায়ম রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দিবেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন।

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালক ছেলে হয় তা হলে এ দু'য়া পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا

আমাদের জন্য তাকে বানান এবং অগ্রবর্তী আমাদের জন্য তাকে বানান হে আল্লাহ

اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا.

সুপারিশ গ্রহণ করুন এবং সুপারিশকারী আমাদের জন্য তাকে বানান এবং সম্বিত সম্পদ এবং প্রতিদান

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালিকা মেয়ে হয় তা হলে এ দু'য়া পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا

আমাদের জন্য তাকে বানান এবং অগ্রবর্তী আমাদের জন্য তাকে বানান হে আল্লাহ

اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً.

সুপারিশ গ্রহণ করুন এবং সুপারিশকারী আমাদের জন্য তাকে বানান এবং সম্বিত সম্পদ এবং প্রতিদান

অর্থ:- হে আল্লাহ তাকে এ (শিশুকে) আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে নেকি লাভের মাধ্যম এবং আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় এ দু'য়া পড়বে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিল্লাতের (ত্বরিকার) উপর আমরা তাকে দাফন করছি।

কবরে মাটি দেয়ার সময় এ দু'য়া পড়বে

مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থ : (মনে রেখ) সেই যমীন বা মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তাতেই আবার তোমাদের কে ফেরত পাঠাবো আর তা থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদের বের করে আনবো।

মৃত ব্যক্তির কবরের প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তর	প্রশ্ন
<p>○ رَبِّيَ اللَّهُ</p> <p>আমার রব আল্লাহ</p>	<p>مَنْ رَبُّكَ</p> <p>আপনার রব কে?</p>
<p>○ دِينِيَ الْإِسْلَامُ</p> <p>আমার ধর্ম ইসলাম।</p>	<p>وَمَا دِينُكَ</p> <p>আপনার ধর্ম কি?</p>
<p>○ نَبِيِّ مُحَمَّدٍ (ص)</p> <p>আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)</p>	<p>وَمَنْ نَبِيُّكَ</p> <p>আপনার নাবী কে?</p>

যানবাহনে উঠে এই দু'য়া পড়বে

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ○

অর্থ : পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি এই যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা একে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা সবাই তাঁর দিকে ফিরে যেতে বাধ্য। (সূরা- যুখরুফ, আয়াত-১৩)

ঋণ থেকে মুক্তির দু'য়া

ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ বেশি বেশি এ দু'য়া পাঠ করুন, আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানীতে সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। ইংশাআল্লাহ

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَاعْزِزْنِي بِفَضْلِكَ عَنْ مَنِّ سِوَاكَ •

হে আল্লাহ! আপনি হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া বাকী সবকিছু থেকে আমার অভাব মুক্ত করে দিন।

বিপদাপদ হতে রক্ষার দু'য়া

যে ব্যক্তি সকাল বিকাল নিম্নের দু'য়া তিন বার পড়বে আল্লাহ তা'য়ালার তাকে সব রকমের বিপদ হতে রক্ষা করবেন।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيُّعُ الْعَلِيمُ •

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যার নামের গুণে কোনো কিছু আসমান কিংবা যমীনে কারো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস

দু'টি কালিমা মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট খুবই প্রিয়, কিন্তু পড়তে খুব সহজ, আর মীযানের পাল্লায় খুব ভারি।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ •

আমরা আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।

আয়াতুল কুরসির ফযিলত (সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ নম্বর আয়াত)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন আপনি বিছানায় শুতে যাবেন তখন ‘আয়াতুল কুরসি’র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবেন। তাহলে আপনি সে রাতে এক মূহর্তের জন্যও আল্লাহর হিফাযতের বহির্ভূত হবেন না। আর সকাল পর্যন্ত শয়তানও আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। উপরোক্ত সে রাতে যা কিছু হবে, সবই কল্যাণকর হবে।

রসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, সূরা বাক্বারার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতটি পুরো কুরআন মাজীদের নেতা স্বরূপ। এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান বের হয়ে যায়। তাহলো ‘আয়াতুল কুরসি’।

আবু উমামা (রা.) বলেন রসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ‘আয়াতুল কুরসি’ তিলাওয়াত করবে, তাকে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু জান্নাতে যেতে বাধা দেয় না। সূত্র: তাফসিরে ইবনে কাছির।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ
وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু’টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত এর ফযিলত

- * রসূল (সা:) বলেছেন, কেউ যদি রাতে এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।
- * যে ব্যক্তি, এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করল, তার জন্য তাহাজ্জুদ আদায়ের সমান হল।
- * যে বাড়ীতে তিন রাত পর্যন্ত এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করা হবে, শয়তান সে বাড়ীর নিকটেও যেতে পারবেনা।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۝
 كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
 اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ غُفِرَ اَنۡكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝
 لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
 مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ
 مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ
 وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاغْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

রসূল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিস্তাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে - দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযিলত

রসূলে আকরাম (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে এবং বিকালে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফিরিস্তা নিযুক্ত করে দিবেন, তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মাগফিরাত করতে থাকবে। এবং যে দিন এ আয়াত তিলাওয়াত করবে সেদিন ঐ ব্যক্তি মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। (তিরমিযি)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَيْكَ الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ الْبُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ
اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

- (১) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।
- (২) তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।
- (৩) তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যে ব্যক্তি সকাল বিকাল এই দু'য়া পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার সব রকমের চিন্তা ভাবনা দূর করবেন। এবং করজ আদায়ের পথ করে দিবেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ •

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

আমাদের নাবীর পূর্বে যত নাবী রসূলগণ ছিলেন তাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো: **عَلَيْهِ السَّلَامُ** (অর্থ: তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বাংলায় ব্যবহার হয় (আঃ) যেমন: হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

আমাদের প্রিয় নাবীর নাম **مُحَمَّدٌ** 'মুহাম্মাদ' নাবীর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** (অর্থ: তাঁর উপর রহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক। বাংলায় ব্যবহার হয় (সাঃ) যেমন: হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রয়োজনীয় দুইটি শব্দ ও অর্থ: **مُصْطَفَى** জনাব **حَضَرَتْ** নির্বাচিত

আমাদের প্রিয় নাবীর যতজন সাহাবী ছিলেন তাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ/ عَنْهَا** অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপর রাজী/সন্তুষ্ট হোন। বাংলায় ব্যবহার হয় (রাঃ)/(রা.) যেমন: হযরত আবু বকর (রাঃ) মহিলা সাহাবী হলে **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** বলতে হবে।

সাহাবী জিন্দেগীর সমাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত, যত অলি, আউলিয়া, বুজর্গানে দীন, হক্কানী ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাগণ **দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন**, তাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো এই **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** অর্থ: তাঁর উপর আল্লাহ তায়ালা রহমাত বর্ষিত হোক। বাংলায় ব্যবহার হয় (রহঃ)/(র.) যেমন: ইমাম বুখারী (রহঃ)

কোন অলি, আউলিয়া, বুজর্গানেদীন, হক্কানী ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাদের নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে দু'য়াটি পড়ি তা হলো এই **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ** অর্থ: তাঁর সার্বিক কল্যাণ স্থায়ী হোক! এছাড়াও আরও বলি **مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي** অর্থ: তাঁর ছায়া দীর্ঘায়িত হোক! বাংলায় ব্যবহার হয় (দাঃবাঃ) (মাঃ) যেমন: আব্দুর রহমান আস সুদাইস (দাঃবাঃ) (মাঃ)

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (মহান আল্লাহ্ ছুবহা'-নাহ ওয়া তা'য়ালার পবিত্র ও সুন্দরতম নামসমূহ)

ইমাম বোখারি ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা:) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বোখারী ২৭৩৬, মুসলিম ২৬৭৭)

৩ الرَّحِيمُ অতীব দয়ালু	২ الرَّحْمَنُ পরম দয়াময়	১ اللَّهُ আল্লাহ্ তা'য়াল
৬ السَّلَامُ শান্তি দাতা	৫ الْقُدُّوسُ অতীব পবিত্র	৪ الْمَلِكُ সকলের বাদশাহ্
৯ الْعَزِيزُ মহা পরাক্রান্ত	৮ الْمُهَيَّمِنُ রক্ষণাবেক্ষক	৭ الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা দানকারী
১২ الْخَالِقُ সকলের সৃষ্টিকর্তা	১১ الْمُتَكَبِّرُ অহংকারী	১০ الْجَبَّارُ মহা পরাক্রমশালী
১৫ الْغَفَّارُ বড়ই ক্ষমাশীল	১৪ الْمُصَوِّرُ আকৃতি দানকারী	১৩ الْبَارِئُ উদ্ভাবক

<p>১৮</p> <p>الرَّزَّاقُ</p> <p>সকলের রিযিকদাতা</p>	<p>১৭</p> <p>الْوَهَّابُ</p> <p>মহান দাতা</p>	<p>১৬</p> <p>الْقَهَّارُ</p> <p>বড়ই রাগান্বিত</p>
<p>২৩</p> <p>الْقَابِضُ</p> <p>সংকীর্ণকারী</p>	<p>২০</p> <p>الْعَلِيمُ</p> <p>সর্বজ্ঞ</p>	<p>১৯</p> <p>الْفَتْاحُ</p> <p>বিজয়দানকারী</p>
<p>২৪</p> <p>الرَّافِعُ</p> <p>উচ্চকারী</p>	<p>২৩</p> <p>الْخَافِضُ</p> <p>নিচুকারী</p>	<p>২২</p> <p>الْبَاسِطُ</p> <p>প্রশস্তকারী</p>
<p>২৭</p> <p>السَّمِيعُ</p> <p>সর্ব শ্রোতা</p>	<p>২৬</p> <p>الْمُذِلُّ</p> <p>হীন কারী</p>	<p>২৫</p> <p>الْمُعِزُّ</p> <p>সম্মান দাতা</p>
<p>৩০</p> <p>الْعَدْلُ</p> <p>ন্যায় বিচারক</p>	<p>২৯</p> <p>الْحَكَمُ</p> <p>শ্রেষ্ঠ মিমাম্‌সাকারী</p>	<p>২৮</p> <p>الْبَصِيرُ</p> <p>সর্ব দ্রষ্টা</p>
<p>৩৩</p> <p>الْحَلِيمُ</p> <p>সহনশীল</p>	<p>৩২</p> <p>الْخَبِيرُ</p> <p>সর্বজ্ঞ</p>	<p>৩১</p> <p>اللطيفُ</p> <p>বড়ই মেহেরবান</p>

<p>الشَّكُورُ ৩৬</p> <p>গুণগ্রাহী</p>	<p>الْغَفُورُ ৩৫</p> <p>বড়ই ক্ষমাশীল</p>	<p>الْعَظِيمُ ৩৪</p> <p>মহিমাম্বিত</p>
<p>الْحَفِيزُ ৩৯</p> <p>রক্ষাকর্তা</p>	<p>الْكَبِيرُ ৩৮</p> <p>সকলের অপেক্ষা বড়</p>	<p>الْعَلِيُّ ৩৭</p> <p>সমুন্নত</p>
<p>الْجَلِيلُ ৪২</p> <p>অতীব বড়</p>	<p>الْحَسِيبُ ৪১</p> <p>হিসাব গ্রহণকারী</p>	<p>الْمَقِيتُ ৪০</p> <p>শক্তি দাতা</p>
<p>الْمُجِيبُ ৪৫</p> <p>দু'য়া গ্রহণকারী</p>	<p>الرَّقِيبُ ৪৪</p> <p>অতীব নিকটবর্তী</p>	<p>الْكَرِيمُ ৪৩</p> <p>অতীব করুণাময়</p>
<p>الْوَدُودُ ৪৮</p> <p>দয়াদ্র, দয়ালু</p>	<p>الْحَكِيمُ ৪৭</p> <p>প্রজ্ঞাময়</p>	<p>الْوَاسِعُ ৪৬</p> <p>প্রশস্ততা দানকারী</p>
<p>الشَّهِيدُ ৫১</p> <p>শ্রেষ্ঠ সাক্ষী</p>	<p>الْبَاعِثُ ৫০</p> <p>প্রেরণকারী</p>	<p>الْمَجِيدُ ৪৯</p> <p>গৌরবময়</p>

<p>الْقَوِيُّ ৫৪</p> <p>অতীব শক্তিশালী</p>	<p>الْوَكِيلُ ৫৩</p> <p>কার্যনির্বাহী</p>	<p>الْحَقُّ ৫২</p> <p>চির সত্য</p>
<p>الْحَمِيدُ ৫৭</p> <p>প্রশংসিত</p>	<p>الْوَلِيُّ ৫৬</p> <p>অভিভাবক</p>	<p>الْمَتِينُ ৫৫</p> <p>অটল</p>
<p>الْمُعِيدُ ৬০</p> <p>পুনঃ আনয়নকারী</p>	<p>الْمَبْدِيُّ ৫৯</p> <p>আদি সৃষ্টিকারী</p>	<p>الْمُحْصِي ৫৮</p> <p>গণনাকারী</p>
<p>الْحَيُّ ৬৩</p> <p>চিরঞ্জীব</p>	<p>الْمَمِيتُ ৬২</p> <p>মৃত্যুদাতা</p>	<p>الْمُحْيِي ৬১</p> <p>জীবিতকারী</p>
<p>الْمَاجِدُ ৬৬</p> <p>মহা সম্মানিত</p>	<p>الْوَاكِدُ ৬৫</p> <p>প্রাপক</p>	<p>الْقَيُّومُ ৬৪</p> <p>চিরস্থায়ী</p>
<p>الصَّمَدُ ৬৯</p> <p>অমুখাপেক্ষী</p>	<p>الْأَحَدُ ৬৮</p> <p>এক ও অদ্বিতীয়</p>	<p>الْوَّاحِدُ ৬৭</p> <p>একক</p>

<p>٩٢</p> <p>الْمَقْدِمُ</p> <p>অগ্রসরকারী</p>	<p>٩١</p> <p>الْمُقْتَدِرُ</p> <p>ক্ষমতাবান</p>	<p>٩٠</p> <p>الْقَادِرُ</p> <p>সর্বশক্তিমান</p>
<p>٩٥</p> <p>الْآخِرُ</p> <p>অনন্ত</p>	<p>٩৪</p> <p>الْأَوَّلُ</p> <p>অনাদি</p>	<p>٩৩</p> <p>الْمُوَخِّرُ</p> <p>পশ্চাদকারী</p>
<p>٩٧</p> <p>الْوَالِي</p> <p>উত্তরাধিকারী</p>	<p>٩٩</p> <p>الْبَاطِنُ</p> <p>গোপন</p>	<p>٩৬</p> <p>الظَّاهِرُ</p> <p>প্রকাশ্য</p>
<p>٨١</p> <p>التَّوَابُ</p> <p>তাওবা কবুলকারী</p>	<p>৮০</p> <p>الْبَرُّ</p> <p>কল্যাণদানকারী</p>	<p>٩৯</p> <p>الْمُتَعَالَى</p> <p>মহাসম্মানিত</p>
<p>৮৪</p> <p>الرَّءُوفُ</p> <p>অতীব দয়াদ্র</p>	<p>৮৩</p> <p>الْعَفْوُ</p> <p>ক্ষমাকারী</p>	<p>৮২</p> <p>الْمُنْتَقِمُ</p> <p>প্রতিশোধ গ্রহণকারী</p>
<p>৮৭</p> <p>الْمُقْسِطُ</p> <p>ন্যায় বিচারক</p>	<p>৮৬</p> <p>ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ</p> <p>মহত্বের অধিকারী, মহাসম্মানিত</p>	<p>৮৫</p> <p>الْمَالِكُ الْمَلِكُ</p> <p>সার্বভৌম শক্তির মালিক</p>

এসো কুরআন শিখি

<p>৯০</p> <p>الْمُغْنِي</p> <p>অমুখাপেক্ষাকারী</p>	<p>৮৯</p> <p>الْفَنِي</p> <p>অমুখাপেক্ষী</p>	<p>৮৮</p> <p>الْجَامِعُ</p> <p>একত্রিতকারী</p>
<p>৯৩</p> <p>النَّافِعُ</p> <p>লাভ দাতা</p>	<p>৯২</p> <p>الضَّارُّ</p> <p>ক্ষতি দাতা</p>	<p>৯১</p> <p>الْمَانِعُ</p> <p>বাধা দানকারী</p>
<p>৯৬</p> <p>الْبَدِيعُ</p> <p>নবরূপে সৃষ্টিকারী</p>	<p>৯৫</p> <p>الْهَادِي</p> <p>পথ প্রদর্শক</p>	<p>৯৪</p> <p>النُّورُ</p> <p>জ্যোতির্ময়ী</p>
<p>৯৯</p> <p>الرَّشِيدُ</p> <p>সৎ পথ প্রদর্শক</p>	<p>৯৮</p> <p>الْوَارِثُ</p> <p>চুড়ান্ত মালিক</p>	<p>৯৭</p> <p>الْبَاقِي</p> <p>সর্বদা অবস্থানকারী</p>
<p>১০০</p> <p>الصَّبُورُ</p> <p>অতীব ধৈর্য্যশীল</p>		

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

মাছনুন দু'য়া সমূহঃ

ভুল ও অন্যায়ের কারণে বিপদ অথবা দুরাবস্থা দেখা দিলে এই দুয়া পড়বে।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

অর্থ : (হে আল্লাহ!) 'আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম 'যালিম'।

ঘুমাবার সময় বলতে হয়

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيُ ○
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে
ঘুমাচ্ছি আর তোমার নামেই জাগ্রত হব।

ঘুম থেকে উঠে বলতে হয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ
مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ○
অর্থ : শোকর সেই আল্লাহর যিনি
আমাকে ঘুমানোর পর জাগ্রত করেছেন।

মসজিদে প্রবেশের দু'য়া

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ○
অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার
রহমতের দরজা খুলে দাও।

মসজিদ হতে বাহির হবার দু'য়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ○
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ
প্রার্থনা করছি।

খাওয়ার শুরুতে বলতে হয়

بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى بَرَكَاتِهِ ○
অর্থ : আল্লাহর নামে এবং তাঁর পক্ষ থেকে
বরকতের আশা নিয়ে শুরু করছি।

খাওয়ার শেষে বলতে হয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَّنَا
وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○
অর্থ : শোকর সেই আল্লাহর যিনি
আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং
মুসলিম বানিয়েছেন।

ইফতারের সময় বলতে হয়

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى
رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ○
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য
রোজা রেখেছি, আর আপনার দেয়া
রিযিক দিয়েই ইফতার করেছি।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসআলা

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা সুন্নাত

০১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।	০৫. টিলা কুলুখ ব্যবহার করা।
০২. জুতা-সেডেল পায়ে রাখা।	০৬. পানি খরচ করা।
০৩. মাথা ঢেকে রাখা।	০৭. ডান পা দিয়ে বের হওয়া।
০৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।	০৮. আগে পরে দু'য়া পড়া।

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ

০১. কথা বলা।	০৫. সালামের উত্তর দেয়া।
০২. জিকির করা বা তাসবীহ পড়া।	০৬. খাওয়া ও পান করা।
০৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।	০৭. মিসওয়াব করা।
০৪. সালাম দেয়া।	০৮. লিখা পড়া করা।

উযু-গোসলের মাসায়িল

উযুতে ৪ ফরয

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।	৩. মাথা মাসেহ করা।
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।	৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

গোসলে ৩ ফরয

১. কুলি করা।	৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।
২. নাকে পানি দেওয়া।	

উযু করার তরীকা

১. উযুতে নিয়ত করা সুন্নাত।	২. উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।
৩. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	৪. মিসওয়াব করা সুন্নাত।
৫. তিনবার কুলি করা সুন্নাত।	৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।
৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	৮. ঘন দাঁড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব।
৯. দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	১০. দুই হাতের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।
১১. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত।	১২. দুই কান মাসেহ করা সুন্নাত।
১৩. গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব।	১৪. দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।
১৫. দুই পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।	১৬. উযুর শেষে কালিমা শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

এসো কুরআন শিখি

তায়াম্মুমে ৩ ফরয

১. নিয়ত করা।	৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা।	

উযু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া (সামান্য হলেও)।	৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।
২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া	৫. চিং বা কাৎ হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।	৬. পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।
	৭. নামাযে উচ্চ স্বরে হাসা।

নামাযের মাসায়িল

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয

নামাযের বাহিরে ৭ ফরয

১. শরীর পাক।	৫. কিবলামুখী হওয়া।
২. কাপড় পাক।	৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া।
৩. নামাযের জায়গা পাক।	৭. নামাযের নিয়ত করা।
৪. সতর ঢাকা।	

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা।	৪. রুকু করা।
২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া।	৫. দুই সিজ্দা করা।
৩. কিরআত পড়া।	৬. আখিরী বৈঠক।

নামাযের ওয়াজিব ১৪ টি

১. আলহামদু শরীফ (সূরা ফাতিহা) পুরা পড়া।
২. আলহামদুর সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. রুকু-সিজ্দায় দেরী করা।
৪. রুকু হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া।
৫. দুই সিজ্দার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৬. মধ্যের বৈঠক করা (৩ রাকাত বা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযে ২ রাকাত পর বসা)।
৭. দুই বৈঠকে আতাহিয়াতু পড়া।
৮. ইমামের জন্য কিরআত আস্তে এবং জোরে পড়া।

নামাযের ওয়াজিব ১৪ টি

৯. বিতির নামাযে দু'য়া কুনুত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা।
১১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে ক্বিরআতের জন্য নির্ধারিত করা।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৪. সালাম দিয়ে নামায শেষ করা।

নামাযে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ১২ টি

১. দুই হাত উঠানো।	৭. প্রত্যেক উঠা বসায় আল্লাহ্ আকবার বলা।
২. দুই হাত বাঁধা।	৮. রুকু তাসবীহ পড়া।
৩. সানা পড়া।	৯. রুকু হতে উঠার সময় তাসবীহ পড়া।
৪. আ'উযুবিল্লাহ পড়া।	১০. সিজ্দার তাসবীহ পড়া।
৫. বিস্মিল্লাহ পড়া।	১১. দরুদ শরীফ পড়া।
৬. আলহামদুর শেষে আমীন বলা।	১২. দু'য়া মাছুরাহ পড়া।

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯ টি

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।	৫. উহ্ আহ্ শব্দ করা।
২. নামাযের ভেতর কথা বলা।	৬. বিনা উজরে কাশি দেয়া।
৩. কোন লোককে সালাম দেয়া।	৭. আমলে কাছীর করা।
৪. সালামের উত্তর দেয়া।	৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।	
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর লোকের লোকমা গ্রহণ করা।	
১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।	
১২. নাপাক জায়গায় সিজ্দা করা।	
১৩. কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া।	
১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।	
১৫. নামাযে শব্দ করে হাসা।	
১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।	
১৭. হাঁচির উত্তর দেয়া।	
১৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা।	
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি খাড়া হওয়া। (ইমাম হতে মুক্তাদী এগিয়ে দাঁড়ানো)।	

مخرج-মাখরাজ পরিচিত

মাখরাজ আরবী শব্দ এর অর্থ: উচ্চারণস্থল/ বের হওয়ার জায়গা। আরবী হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী ২৯টি হরফ উচ্চারণ করার জন্য প্রথমে ৩টি জায়গা চিনতে হবে তা হচ্ছে:- ১. গলা ২. জিহ্বা ৩. ঠোট এ তিনটি জায়গা থেকে ১৫টি মাখরাজের মাধ্যমে **ب** থেকে **ي** পর্যন্ত মোট ২৮টি হরফ উচ্চারিত হয় :

গলা বা কণ্ঠনালী থেকে ৩টি মাখরাজ ৬টি হরফ :	غ خ	ح ع	ه ه
-------------------------------------------	-----	-----	-----

মুখের ভেতর ও জিহ্বাহ থেকে ১০টি মাখরাজ ১৮টি হরফ:

ر	ن	ل	ض	ي	ش	ج	ك	ق
ث	ذ	ظ	ز	س	ص	ت	د	ط

ঠোট থেকে ২টি মাখরাজ ৪টি হরফ :	و	م	ب	ف
-------------------------------	---	---	---	---

আলিফ **ا** এর নিজস্ব কোন মাখরাজ নেই। আলিফে হরকত ব্যবহার করলে হামঝাহ পড়তে হয় তাই হামঝার মাখরাজই আলিফের মাখরাজ।

তবে আলিফ মাদ্দ এর হরফ হিসেবে মুখের খোলা জায়গা থেকে উচ্চারণ হয় মাদ্দ এর হরফ ৩টি
এছাড়াও নাকের বাসি থেকে গুল্লাহ'র হরফ উচ্চারিত হয়। গুল্লাহ'র হরফ ২টি

اوي

م ن

صِفَاتُ সিফাত এর বিবরণ

সিফাত অর্থ: স্বভাব বা গুণাবলী। আরবী হরফের উচ্চারণের বিভিন্ন স্থানকে সিফাত বলে। সিফাতের সংখ্যা নিয়ে তাজউয়ীদ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতানুযায়ী সিফাতের সংখ্যা **১৭টি**।

আরবী ২৯টি হরফের মধ্যে বেশির ভাগ হরফেরই একাধিক সিফাত রয়েছে। মানুষ যেমনিভাবে বহুগুণে গুণান্বিত হয় তদ্রূপ হরফের মধ্যেও বিভিন্ন গুণ রয়েছে বা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাজউয়ীদে পারদর্শী এমন একজন উস্তায এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১নং-মাখরাজ
কণ্ঠনালীর শুরু হইতে
উচ্চারিত হয়।

উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে

হা-হা

যুক্ত বর্ণ : هـ

উচ্চারণে
লম্বা হবে না

হَمْزَةٌ

হামযাহ্

যুক্ত বর্ণ : اِئِئْؤِ

২ নং-মাখরাজ :

কণ্ঠনালীর মধ্যস্থান হইতে উচ্চারিত হয়।

উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে

হা-হা

যুক্ত বর্ণ : ح

উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে

আ'ইন - عَيْنٌ

যুক্ত বর্ণ : ع

৩ নং-মাখরাজ :

কণ্ঠনালীর শেষ ভাগ হইতে উচ্চারিত হয়।



৪ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া একটি হরফ উচ্চারিত হয়।





৭ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের
গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।



৮ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরের
দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।



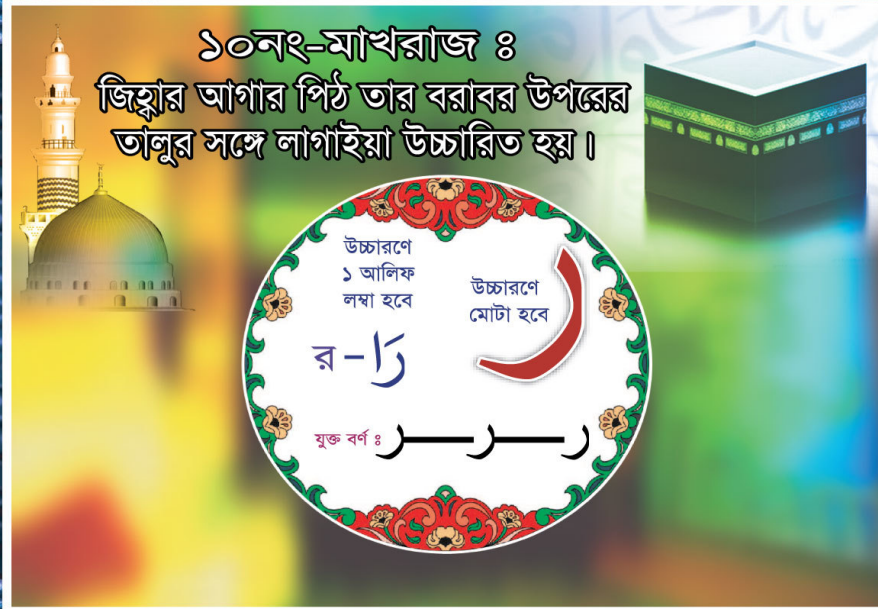
৯ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের
তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।



১০ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের
তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।



১১ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার আগা সামনের উপরের
দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে
লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।

উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে

তা-ت

যুক্ত বর্ণ : تت

উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে

দাল-د

যুক্ত বর্ণ : دد

উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে

উচ্চারণে
মোটা হবে

ঝা-ظ

যুক্ত বর্ণ : ظظ

১২ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের
আগার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।

উচ্চারণে
১ আলিফ
লম্বা হবে

ঝা-ز

যুক্ত বর্ণ : زز

উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে

সীন-س

যুক্ত বর্ণ : سس

উচ্চারণে
৪ আলিফ
লম্বা হবে

উচ্চারণে
মোটা হবে

চদ-ص

যুক্ত বর্ণ : صص

১৩ নং-মাখরাজ :

জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের
আগার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।



১৪ নং-মাখরাজ :

নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের
আগার সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয়।



১৫ নং-মাখরাজ :

দুই ঠোঁটের ভেজা জায়গা হইতে উচ্চারিত হয়।



১৫ নং-মাখরাজ :

দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে উচ্চারিত হয়।



১৫ নং-মাখরাজ :
দুই চোঁট গোল করে সামান্য
খোলা রেখে উচ্চারিত হয়।



আরবী হরফ
উচ্চারণ এর মাখরাজ চিত্র



সিফাতের বিস্তারিত আলোচনা

আরবী হ্রস্বের উচ্চারণের বিভিন্ন অবস্থাকে সিফাত বলে। সিফাতের সংখ্যা নিয়ে তাজউয়ীদ শাস্ত্রের ঈমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ মতানুযায়ী সিফাতের সংখ্যা ১৭টি।

এটা দুই প্রকার, যথাঃ (ক) **صِفَاتٍ مُّتَضَادَّةٌ** (খ) **صِفَاتٍ غَيْرِ مُتَضَادَّةٍ**

(ক) **صِفَاتٍ مُّتَضَادَّةٌ** দশটি (খ) **صِفَاتٍ غَيْرِ مُتَضَادَّةٍ** সাতটি।

(ক) যে সকল বর্ণের বিপরীত সিফাত স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায় এরূপ হ্রস্বের সিফাতকে **صِفَاتٍ مُّتَضَادَّةٌ** বলে। এর সংখ্যা ১০টি যেমন:

هَمْزٌ	جَهْرٌ	شِدَّةٌ	رَخْوَةٌ تَوْسُطٌ	إِسْتِعْلَاءٌ
إِسْتِفَالٌ	إِطْبَاقٌ	إِنْفِتَاحٌ	إِذْلَاقٌ	إِصْبَاتٌ

صِفَاتٍ مُّتَضَادَّةٍ পরস্পর বিরোধী উচ্চারণের সিফাত। যেমন: কোন হ্রস্বে **هَمْزٌ** সিফাত থাকলে ঐ হ্রস্বে **جَهْرٌ** সিফাত থাকবে না। অনুরূপ ভাবে কোন হ্রস্বে **شِدَّةٌ** সিফাত থাকলে, ঐ হ্রস্বে **رَخْوَةٌ** থাকবেনা ইত্যাদি।

(১) **هَمْزٌ** হাম্‌স অর্থ: ক্ষীণ এবং দুর্বল আওয়াজ

যে হ্রস্বসমূহে এ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ হ্রস্বসমূহ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মৃদু ও দুর্বলভাবে সহজ করে উচ্চারণ করতে হবে। যাহাতে শ্বাসের প্রবাহ বর্তমান থাকে। এ সকল হ্রস্বকে হ্রস্বি মাহমুসা **حُرُوفٌ مَّهْمُوسَةٌ** বলে। মাহমুসার সংখ্যা ১০টি। যথা:

س	خ	ح	ث	ت
ه	ف	ك	ص	ش

হ্রস্বগুলি একত্রে বলা যায়: **فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَّتْ**

(২) **جَهْرٌ** অর্থ: উচ্চ এবং শক্তিশালী আওয়াজ। (জাহির করা ও খোলাখুলি বর্ণনা করা)।

যে সকল হরফে এ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ হরফসমূহ উচ্চারণের সময় আওয়াজ এর স্থলে এরূপ আওয়াজ এমন কঠিনভাবে বাধা দিতে হবে যেন শ্বাসের প্রবাহ-বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজে এক প্রকারের উচ্চঃস্বর ধ্বনিত হয়। এরূপ হরফসমূহকে **حُرُوفٌ مَجْهُورَةٌ** বলে। হ্রস্বি মাজহুরার হরফ ১৯টি যথা:-

ذ	د	ج	ب	ا
ظ	ط	ض	ز	ر
م	ل	ق	غ	ع
	ي	ء	و	ن

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **عَظَمَ وَزُنْ قَارِيٍّ ذِي غَضٍّ جَدَّ طَلَبَ**

(৩) **شِدَّتٌ** অর্থ: শক্ত হওয়া

যে সকল হরফে এ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ সকল হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মাখরাজ স্থলে এরূপ জোরের সাথে লাগবে, যেন উহা কঠিন স্বরে উচ্চারিত হয়ে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ হরফসমূহকে হ্রস্বি শাদীদাহ বলে। হ্রস্বি শাদীদাহর সংখ্যা ৮টি। যথা:-

ا	ب	ت	ج	د	ط	ق	ك
---	---	---	---	---	---	---	---

সংক্ষেপে বলা যায়: **اَجْدُ قَطُّ بَكْتُ**

(৪) **رَخْوَةٌ** অর্থ: নম্রতা

রিখওয়াত শব্দের অর্থ: সামান্য জারী বা প্রবাহমান থাকা। যে সকল হরফে এ সিফাত পাওয়া যাবে, উহা উচ্চারণের সময় মাখরাজের মধ্যে আওয়াজ এমন হালকা ও মৃদুভাবে উচ্চারিত হবে যে, এতে উচ্চারণের প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। জাহর ও হাম্সের মত সিদ্দাত ও রিখওয়াত পরস্পর বিরোধী। তবে এদের মধ্যবর্তী আর একটি সিফাত আছে যাহাকে সিফাতে মুতাওয়াস্‌সিতাহ বলে। এরূপ সিফাত যে সকল হরফের মধ্যে বর্তমান থাকবে, উহাতে আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধও হবে না এবং সম্পূর্ণ প্রবাহমানও থাকবে না। **রিখওয়াত এর হরফের সংখ্যা ১৬টি।** যথা:-

ا	ث	ح	خ	ذ	ز	س	ش
ص	ض	ظ	غ	ف	و	ه	ي

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **حُذِّعْتُ حَظَّ فُضِّ شُوصِ زَيِّ سَاهٍ**

تَوَسُّطٌ অর্থ: মধ্যম অবস্থা

এর হরফগুলি উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ পুরাপুরি বন্ধও হয়না, পুরাপুরি জারীও থাকেনা। **تَوَسُّطٌ** সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে **بَيِّنَةٌ / مُتَوَسِّطَةٌ** বলা হয়। এর হরফ ৫টি যথা:

ل	ن	ع	م	ر
---	---	---	---	---

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **لِنْ عَمَرَ**

(৬) **اِسْتِعْلَاءٌ** অর্থ: উচু হওয়া বা উপরে উঠা

যে সকল হরফের মধ্যে এ সিফাত বিদ্যমান থাকবে উহাকে হ্রস্বি **اِسْتِعْلَاءٌ** বা **مُسْتَعْلِيَةٌ** বলে। এর অর্থ হল, এরূপ হরফসমূহ উচ্চারণের সময় সর্বদা জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর দিকে উঠে মিলিত হয়ে হরফ সমূহ মোটা হয়ে উচ্চারিত হবে। এরূপ হরফের সংখ্যা ৭টি। যথা:-

ص	ض	ط	ظ	غ	خ	ق
---	---	---	---	---	---	---

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **خُصَّ ضَغُطٍ قِظ**

(৬) **اِسْتِفْآلٌ** অর্থ: নীচ হওয়া

যে সকল হরফে এরূপ সিফাত আছে, তাকে হ্রস্বি মুস্তাফিলা বলা হয়। এ সকল হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর দিকে না উঠে বরং হালকা বা পাতলাভাবে উচ্চারিত হবে। এর হরফ ২২টি যথা-

ا	ب	ت	ث	ج	ح	د
---	---	---	---	---	---	---

ذ	ر	ز	س	ش	ع	ف
ك	ل	م	ن	و	ه	ي

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **ثَبَّتْ عِزُّ مَنْ يُجَوِّدُ حَرْفَهُ إِذْ سَلَّ شَكًّا**

(৭) اِطْبَاقٌ অর্থ: মিলে যাওয়া

যে সকল হরফে এরূপ সিফাত পাওয়া যাবে ঐ সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যস্থল উপরের তালুর সাথে মিলে যায়। এরূপ হরফ সমূহকে **مُطَبِّقَةٌ** মুত্বাকাহ বলে। এর হরফ ৪টি যথা-

ص	ض	ط	ظ
---	---	---	---

(৮) اِنْفِتَاحٌ অর্থ: পৃথক করা

যে সকল হরফে এ সিফাত আছে, উহাকে হরুফি **مُنْفَتِحٌ** বলে। এ সকল হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যস্থল উপরের তালুর সাথে না মিলে বরং পৃথক স্থান হতে উচ্চারিত হবে। অন্যান্য অক্ষর যেমনঃ **ق** উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়ার তালুর সাথে মিশে যায়। হরুফি মুত্বাকার ৪টি হরফ ব্যতীত বাকী সব হরফই হরুফি **مُنْفَتِحٌ** অতএব, এ সিফাত দুটিও পরস্পর বিরোধী। এর মোট হরফ ২৫টি যথা:-

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ع
غ	ف	ق	ك	ل	م	ن
	و	ه	ء	ي		

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **مَنْ أَخَذَ وَجَدَ سَعَتَ فَرْكَاً حَقُّ لَهُ شَرْبُ غَيْثٍ**

(৯) اِذْلَاقٌ অর্থ: পিছলে পড়া বা নড়াচড়া করা/ কিনারা/ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া।

যে হরফের মধ্যে এরূপ সিফাত পাওয়া যাবে উহাকে হরুফি **مُذَلِّقَةٌ** বলে। অর্থাৎ এ সিফাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরূপ হরফসমূহ জিহ্বা ও ঠোঁটের কিনারা দ্বারা খুব সহজে তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হয়। এর হরফ ৬টি। যথা:—

م	ن	ل	ف	ر	ب
---	---	---	---	---	---

হরফগুলি একত্রে বলা যায়: **فَرَمِنْ لُّبٍ**

এক সঙ্গে বলা যায় এই ছয়টি অক্ষরের মধ্যে এ **ن-ল-ر** তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগের পার্শ্ব এবং অন্য **م-ফ-ব** তিনটি ঠোঁটের পার্শ্ব দিয়ে তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হয়।

(১০) اِصْبَاتٌ অর্থ: স্থির থাকা বা জমে থাকা/বন্ধ হয়ে যাওয়া

যে সকল হরফ নিজ নিজ মাখরাজ বা উচ্চারণস্থল হতে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হয় এবং সহজভাবে দ্রুত উচ্চারিত হয় না এরূপ হরফ সমূহকে হরুফি **مُصَبِّتَةٌ** বলে। মুসমাতের হরফ ২৩টি যথা:

د	ح	ح	ج	ث	ت	ا
ق	غ	ع	ش	س	ز	ذ
		ي	ء	ه	و	ك

অতএব, উপরে বর্ণিত ১০টি **صِفَاتٍ مُتَضَادَّةٌ** একে অপরের বিরোধী। নিম্নে সংক্ষেপে সিফাত ১০টি দেখানো হলঃ—

جَهْرٌ	এর	বিপরীত	هَمْسٌ	এর	বিপরীত	إِسْتِغْلَاءٌ
شِدَّتٌ	এর	বিপরীত	رَخَوْتُ	এর	বিপরীত	إِنْفِتَاحٌ
			إِذْلَاقٌ	এর	বিপরীত	إِصْبَاتٌ

صِفَاتٍ غَيْرِ مُتَضَادَّةٍ (খ)

যে সকল হরফের বিপরীত সিফাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়, উহাকে **صِفَاتٍ غَيْرِ مُتَضَادَّةٍ** বলে। এ সিফাত ৭টি যথা—

صَفِيرٌ	قَلَقَةٌ	لَيْنٌ	تَكَرَّارٌ
تَفْشِي	إِسْطَاطَتْ	إِنْجِرَافٌ	

صِفَاتٍ غَيْرِ مُتَضَادَّةٍ পরস্পর বিরোধী উচ্চারণের সিফাত নয়। বরং এগুলো আলাদা আলাদা সিফাত। যেমন— সফীর সিফাতের কোন হরফে, কুলকুলার সিফাত পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে বাকী সিফাতগুলোরও বিপরীত সিফাত নেই।

صَفِيرٌ (১) অর্থ: চড়ুই পাখির আওয়াজ।

যে হরফ সমূহে এ সিফাত পাওয়া যাবে তাকে হুরুফি **صَفِيرِيَّةٌ/صَفِيرِيَّةٌ** বলে। এর উচ্চারণকালে ছানায়ে উলিয়া ও ছানায়ে সুফলা দাঁতের মধ্যস্থল হতে শক্তভাবে ছোট পাখীর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হয়। হুরুফি সাফীরিয়্যাহ ৩টি যথা:

ز	س	ص
---	---	---

قَلَقَةٌ (২) অর্থ: প্রতি শব্দ/ নড়াচড়া করা

যে সকল হরফে এ সিফাত আছে, তাকে হুরুফি কুলকুলাহ বলে। কোন গোলাকার বস্তু দ্বারা মাটিতে আঘাত করলে যেমন সাথে সাথে তা লাফিয়ে উঠে, ঐরূপ ঐ সকল হরফ সাকিন অবস্থায় মাখরাজ স্থলে জোরে আঘাত করলে, সাথে সাথে সামনের দিকে একটা প্রতিধ্বনি বের হয়। কুলকুলার হরফ ৫টি। যথাঃ—

د	ج	ب	ط	ق
---	---	---	---	---

একসাথে মনে রাখার জন্য বলা যায়। **قُطِبُ جَرٍّ**

আরও মনে রাখবে—কুলকুলাহ করা ভাল

৩। لِينُ অর্থ: নরম (নরমভাবে উচ্চারণ করা)

যে হরফের মধ্যে এ সিফাত পাওয়া যাবে, উহাকে হ্রস্ব লীন বলে। অর্থাৎ হ্রস্ব লীনকে মাখরাজের স্থল হতে এত নরমভাবে আদায় করতে হয় যে, কেউ যদি তার উপরে মাদ্দ করতে চায়, তাহলে করতে পারে। আর এরূপ হরফ মাত্র দুটি, যথা- (و ওয়াও সাকিন ও ي ইয়া সাকিন) যদি তার পূর্বের হরফ যবরযুক্ত হয়। যথা:

خَوْفٌ بَيْتٌ

৪। اِنْجِرَافٌ অর্থ: ফিরে আসা/ঝুঁকিয়া পড়া।

যে হরফের মধ্যে এ সিফাত পাওয়া যাবে, তাকে হ্রস্ব মুনহারিফা বলে। আর ইনহিরারফের হরফও মাত্র দুটি যথা :

ر ل

যখন এ হরফ দুটি উচ্চারণ করা হবে, তখন ل এর মধ্যে জিহ্বার কিনারার দিকে এবং ر এর মধ্যে কিছুটা জিহ্বার পিঠের দিকে এবং কিছুটা লামের

মাখরাজের দিকে ঝোঁক থাকবে। যথাঃ-

الطِّيفُ الرَّحِيمُ

৫। تَكَرَّارٌ অর্থ: বারবার উচ্চারিত হওয়া।

এ সিফাতটি শুধুমাত্র (ر) হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। এ হরফটি উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যে এক প্রকারের কম্পন সৃষ্টি হয়। অতএব, সে সময় আওয়াজের মধ্যে বারবার (تَكَرَّارٌ) উচ্চারণের মত মনে হয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ر উচ্চারণের সময় একসাথে একাধিক ر উচ্চারণ করতে হবে। বরং এরূপ সন্দেহ হতে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এমনকি ر হরফের উপর তাশদীদ থাকলেও বারবার উচ্চারণ করা যাবে না। কেননা এরূপ স্থলে মাত্র একটি ر-ই উচ্চারণ করতে হবে। যথাঃ-

الرَّحِيمُ رِجَالٌ اِرْجَعُ

৬। **تَفْشِي** অর্থ: বাঁশী বা ছইসেলের মত শব্দ হওয়া/ শাঁ শাঁ শব্দ হওয়া মুখের ভেতর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়া।

এরূপ সিফাত মাত্র **ش** শীন হরফের মধ্যে আছে। এ হরফটি উচ্চারণের সময় আওয়াজ মুখের মধ্যে ছড়িয়ে ছইসেলের মত শব্দ বাহির হয়ে আসে।

যথাঃ- **الشَّهْرُ** **الشَّيْطَانُ** **أَشْهَدُ**

৭। **إِسْطَالَتْ** অর্থ: দীর্ঘ বা লম্বা হওয়া

ইহা শুধু **ض** এর সিফাত। হরফটি উচ্চারণের সময় মাখরাজ স্থলের আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত আওয়াজকে দীর্ঘ করতে হবে। অর্থাৎ **نَوَاجِدُ** দাঁতের মাড়ী হতে **ضَوَاجِكُ** দাঁতের মাড়ী পর্যন্ত লম্বাভাবে জিহ্বার কিনারা যোগ করে উচ্চারণ করতে হবে। এ হরফটিকে বলা হয় হরফে মুস্তাফিল যথাঃ- **وَلَا الضَّالِّينَ مُسْتَبِيلُ**

সিফাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যই একজন দক্ষ উস্তায এর নিকট যাওয়া জরুরী। এ বিষয়ে আমার পরামর্শ হলো মাখরাজ এবং সিফাত বেশি বেশি মুখস্ত করার চেয়ে গুরুত্ব হলো উস্তাযের মুখে মুখে মাস্কের মাধ্যমে উচ্চারণ ঠিক করা, আর হরফ, হরকত, জবাম, তাশদীদ এর ব্যবহার যথাযথভাবে উচ্চারণ করে সুন্দরভাবে বিগুন্ধ তিলাওয়াত করা।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

আমি কুরআন মাজীদকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে আপনি ক্রমে ক্রমে তা মানুষদের সামনে তিলাওয়াত করতে পারেন আর (এ কারণেই) আমি তা পর পর নাযিল করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল- ১০৬)

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সলাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার কথা যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

সূরা ফাতির ২৯-৩০

প্রশ্ন উত্তরে কুরআন শিক্ষা

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
১	নূরানী অর্থ কি?
উত্তর	নূর অর্থ আলো, নূরানী অর্থ আলোকিত।
২	নূরানী পদ্ধতি অর্থ কি?
উত্তর	আলোকিত কৌশল / পদ্ধতি।
৩	নূরানী পদ্ধতি কত সালে শুরু হয়েছে?
উত্তর	১৯৬০ সাল থেকে শুরু হয়েছে।
৪	নূরানী পদ্ধতির আবিষ্কারক কে?
উত্তর	হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত সাহেব।
৫	কুরআন শব্দের অর্থ কি?
উত্তর	সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ/যাকে বেশি পড়া হয়।
৬	কুরআন কোন্ মাসে নাযিল হয়েছে?
উত্তর	পবিত্র রমাদান মাসে।
৭	কুরআন বহনকারী ফিরিস্তার নাম কি?
উত্তর	হযরত জিব্রাঈল (আঃ)।
৮	কোন্ নাবীর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে?
উত্তর	আমাদের নাবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর।
৯	পবিত্র কুরআনে মোট কত পারা?
উত্তর	৩০ পারা।
১০	ক্বায়ী'দাহ্ অর্থ কি?
উত্তর	কুরআন শিক্ষার কৌশল/পদ্ধতি।
১১	আরবী হরফ কয়টি?
উত্তর	আরবী হরফ ২৯টি।

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
১২	মাখরাজ অর্থ কি?
উত্তর	বের হওয়ার স্থান।
১৩	মাখরাজ কাকে বলে?
উত্তর	হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।
১৪	মাখরাজ মোট কয়টি?
উত্তর	১৭টি।
১৫	১৭ টি মাখরাজ কোন্ কোন্ জায়গা থেকে উচ্চারণ করতে হয়?
উত্তর	কণ্ঠনালী, মুখের ভেতর ও দুই ঠোঁট হতে উচ্চারণ করতে হয়।
১৬	কণ্ঠনালীর মাখরাজ ও হরফ কয়টি?
উত্তর	কণ্ঠনালীর মাখরাজ ৩টি, হরফ ৬টি।
১৭	মুখের ভেতর থেকে মাখরাজ ও হরফ কয়টি?
উত্তর	মুখের ভেতর থেকে ১০ টি মাখরাজ, ১৮টি হরফ।
১৮	দুই ঠোঁট হতে মাখরাজ ও হরফ কয়টি?
উত্তর	দুই ঠোঁট হতে ২টি মাখরাজ ৪টি হরফ।
১৯	২৯ টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে ৪ আলিফ টান হয়?
উত্তর	১৫টি হরফে ৪ আলিফ টান হয়।
২০	২৯টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে ১ আলিফ টান হয়?
উত্তর	১২টি হরফে ১ আলিফ টান হয়।
২১	২৯টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে কোন্ টান হয় না?
উত্তর	২টি হরফে কোন্ টান হয় না।
২২	মোটা হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	মোটা হরফ ৭টি যথাঃ ص ض ط ظ غ خ ق

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
২৩	কোন হরফ সর্ব অবস্থায় দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হয়?
উত্তর	ۉ সর্ব অবস্থায় দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হয়।
২৪	নুক্‌ত্বা ওয়ালা হরফ কয়টি?
উত্তর	১৫টি।
২৫	নুক্‌ত্বা ছাড়া হরফ কয়টি?
উত্তর	১৪টি।
২৬	কয়টি হরফের উপরে নুক্‌ত্বা ?
উত্তর	১২টি।
২৭	কয়টি হরফের নিচে নুক্‌ত্বা?
উত্তর	৩টি।
২৮	এক নুক্‌ত্বা যুক্ত হরফ কয়টি?
উত্তর	১০টি।
২৯	দুই নুক্‌ত্বা যুক্ত হরফ কয়টি?
উত্তর	৩টি।
৩০	তিন নুক্‌ত্বা যুক্ত হরফ কয়টি?
উত্তর	২টি।
৩১	মুরাক্কাব অর্থ কি?
উত্তর	মুরাক্কাব অর্থ সংযুক্ত/মিলানো।
৩২	আরবী হরফগুলো মিলানো অবস্থায় কি দেখে চিনতে হয়?
উত্তর	হরফগুলোর ডানদিকের মাথা দেখে চিনতে হয়।
৩৩	কয়টি হরফ শব্দের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে মুরাক্কাব হয়?
উত্তর	২২ টি হরফে যেমনঃ ب ن ي ت ث ف ق س ش ض ط ظ ج ح ذ ر غ ل ك ه م

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৩৪	কয়টি হরফ শব্দের শেষে মুরাক্কাব হয়?
উত্তর	৬টি হরফ।
৩৫	হরকত কাকে বলে?
উত্তর	এক যবর, এক যের ও এক পেশকে হরকত বলে।
৩৬	হরকতের উচ্চারণ কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	তাড়াতাড়ি করে পড়তে হয়।
৩৭	হরকতের উচ্চারণে দেরি করলে কি হবে?
উত্তর	মাদ্দ হয়ে যাবে, অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৩৮	আলিফ কখন হামঝাহ্ হয়?
উত্তর	আলিফে যবর, যের, পেশ, জঝাম, তাশদীদ হলে।
৩৯	যবরের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	“↑” আকারের মত হয়।
৪০	যেরের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	“↑” ই কারের মত হয়।
৪১	পেশের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	“” উ কারের মত হয়।
৪২	যবর উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
উত্তর	যবরের উচ্চারণ করার সময় মুখ ফাঁকা রেখে “হা” করে উচ্চারণ করতে হবে।
৪৩	যেরের উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
উত্তর	যেরের উচ্চারণ করার সময় নিচের দিকে হালকা চাপ দিয়ে, হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে।
৪৪	পেশের উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
উত্তর	পেশের উচ্চারণ করার সময় দুই ঠোঁট গোল করে, হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে।

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৪৫	যবর, যের ও পেশকে আরবীতে কি বলে?
উত্তর	ফাতাহ্, কাছরা, দম্মাহ্ বলে।
৪৬	তানউয়ীন কাকে বলে?
উত্তর	দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানউয়ীন বলে।
৪৭	তানউয়ীনের গোপনীয় নাম কি?
উত্তর	নূন সাকিন।
৪৮	জঝম ওয়ালা হরফ কয়বার পড়া যায়?
উত্তর	একবার, (তার ডান দিকের হরফের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়)
৪৯	জঝমের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
উত্তর	(.) হসন্তের মত হয়।
৫০	কুলকুলাহ অর্থ কি?
উত্তর	পাল্টা আওয়াজ/প্রতিধ্বনি।
৫১	কুলকুলার হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	৫টি যথাঃ ق ط ب ج د
৫২	কয়টি কুলকুলাহ মোটা হয়?
উত্তর	২টি যথাঃ ق ط এর (কুলকুলার আওয়াজ উপরের দিকে যাবে)
৫৩	কয়টি কুলকুলাহ পাতলা হয়?
উত্তর	৩টি যথাঃ ب ج د (কুলকুলার আওয়াজ নিচের দিকে যাবে)
৫৪	মাদ্দ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	৩টি যথাঃ ي ا و
৫৫	মাদ্দ এর হরফ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৫৬	খাড়া যবর, খাড়া যের ও উলটা পেশ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৫৭	লীনের হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	লীনের হরফ ২টি যথাঃ بُؤ بَي
৫৮	লীনের হরফ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।
৫৯	তাশদীদ ওয়ালা হরফ কয়বার পড়তে হয়?
উত্তর	২বার পড়তে হয়।
৬০	কোন হরফে তাশদীদ হলে ওয়াজিব গুনাহ হয়?
উত্তর	ن নূন আর م মীম এ তাশদীদ হলে ওয়াজিব গুনাহ হয়।
৬১	ن নূন আর م মীম এর গুনাহ করার সময় মুখের কাজ কি?
উত্তর	নূন এর গুনাহ করার সময় মুখ ফাঁকা থাকবে আর মীম এর গুনাহ করার সময় মুখ বন্ধ থাকবে।
৬২	লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ (و) করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৩	দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৪	মাদ্দ এর হরফের উপর চিকন চিহ্ন থাকলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৫	মাদ্দ এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৬৬	মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন থাকলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
উত্তর	চার আলিফ টেনে পড়তে হয়

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৬৭	নূন সাকিন এবং তানউয়ীন কাকে বলে?
উত্তর	নূন সাকিন জব্বাম ওয়ালা নূনকে বলে, তানউয়ীন দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে বলে।
৬৮	নূন সাকিন ও তানউয়ীন কয় প্রকারে পড়া যায় ও কি কি?
উত্তর	চার প্রকারে পড়া যায় (১) ইক্বলাব (২) ইদগাম (৩) ইযহার (৪) ইখ্ফা
৬৯	ইক্বলাব অর্থ কি? ইক্বলাবের হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া, ইক্বলাবের হরফ ১টি যথা: ب ।
৭০	ইক্বলাবের পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে ইক্বলাবের হরফ আসলে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুনাহর সাথে পড়তে হয়।
৭১	ইদগাম অর্থ কি, ইদগাম কয় প্রকার ও কি কি?
উত্তর	ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগাম ২ প্রকার যথা: ইদগামে বা-গুনাহ্, ইদগামে বিলা গুনাহ্।
৭২	বা-গুনাহ্ অর্থ কি, বাগুনাহ্ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	বা-গুনাহ্ অর্থ: গুনাহর সাথে মিলিয়ে পড়া, বা-গুনাহর হরফ ৪টি যথা: ي م و ن
৭৩	বা-গুনাহ্ এর পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে বা-গুনাহর হরফ আসলে গুনাহর সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
৭৪	বিলা গুনাহ্ অর্থ কি, বিলা গুনাহ্ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	বিলা-গুনাহ্ অর্থ গুনাহ্ ছাড়া মিলিয়ে পড়া, বিলা-গুনাহর হরফ ২টি যথা: ل ر
৭৫	বিলা-গুনাহ্ এর পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে বিলা-গুনাহ্ এর হরফ আসলে গুনাহ্ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়।
৭৬	ইখ্ফা অর্থ কি, ইখ্ফার হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	ইখ্ফা অর্থ গোপন করা বা লুকিয়ে পড়া, ইখ্ফার হরফ ১৫টি যথা: ت ث ج ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
৭৭	ইখ্ফার পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে ইখ্ফার হরফ আসলে গুনাহ্ এর সাথে লুকিয়ে পড়তে হয়।

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৭৮	ইযহার অর্থ কি, ইযহারের হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর	ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া, ইযহারের হরফ ৬টি।
৭৯	ইযহারের পরিচয় কি?
উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর বামে ইযহারের হরফ আসলে গুনাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়।
৮০	মীম সাকিন কাকে বলে?
উত্তর	জব্বাম ওয়ালা মীমকে বলে।
৮১	মীম সাকিন কয় প্রকারে পড়া যায়?
উত্তর	তিন প্রকারে পড়া যায়, যেমনঃ (১) ইখফায়ে শাফাউয়ী, (২) ঈদগামে শাফাউয়ী, (৩) ইযহারে শাফাউয়ী।
৮২	মীম সাকিনের বামে ب থাকলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	গুনাহ্ করে পড়তে হয় (এটাকে ইখফায়ে শাফাউয়ী বলে)।
৮৩	মীম সাকিনের বামে م থাকলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	গুনাহ্ করে পড়তে হয় (এটাকে ইদগামে শাফাউয়ী বলে)।
৮৪	মীম সাকিনের বামে م ب না থাকলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	গুনাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয় (এটাকে ইযহারে শাফাউয়ী বলে)।
৮৫	আল্লাহ্ শব্দের ডানে কি হরফ থাকলে মোটা করে পড়তে হয়?
উত্তর	আল্লাহ্ শব্দের ডানে (যবর / পেশ) থাকলে আল্লাহ্ শব্দ মোটা করে পড়তে হয়।
৮৬	‘র’ এর উপর যবর/পেশ হলে ‘র’ কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	‘র’ মোটা করে পড়তে হয়।
৮৭	জব্বাম ওয়ালা ‘র’ এর ডানে যবর/পেশ হলে কি করে পড়তে হয়?
উত্তর	‘র’ মোটা করে পড়তে হয়।
৮৮	ওয়াকফ্ অর্থ কি?
উত্তর	থেমে যাওয়ার স্থান।

এসো কুরআন শিখি

ক্রমিক	প্রশ্ন ও উত্তর
৮৯	আয়াতের শেষ হরফে কি ব্যবহার করতে হয়?
উত্তর	এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ, খাড়া যের, উল্টা পেশ থাকলে জবাম দিয়ে পড়তে হয়।
৯০	জবাম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে কি করতে হয়?
উত্তর	জবাম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।
৯১	আয়াতের শেষে দুই যবর, খাড়া যবর হলে কি ভাবে পড়তে হয়?
উত্তর	দুই যবর, খাড়া যবর হলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।
৯২	আয়াতের শেষে মাদ্দ এর হরফ থাকলে পড়ার নিয়ম কি?
উত্তর	মাদ্দ এর হরফ থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।
৯৩	আয়াতের শেষ হরফে তাশদীদ থাকলে কি করতে হয়?
উত্তর	দেয় হরকত পরিমাণ দেয়ি করতে হয়।
৯৪	আয়াতের শেষ হরফে জবাম থাকলে কি করতে হয়?
উত্তর	আয়াতের শেষ হরফে জবাম থাকলে জবামই পড়তে হয়।
৯৫	নামাযে কুরআন পড়া কি?
উত্তর	নামাযে কুরআন পড়া ফরয।
৯৬	নামাযে ছানা, দরুদ, দু'য়ায়ে মাছুরা পড়া কি?
উত্তর	সুন্নাত।
৯৭	নামাযে তাশাহুদ পড়া কি? উত্তরঃ ওয়াজিব।
৯৮	বিতির নামাযে দু'য়ায়ে কুনুত পড়া কি? উত্তরঃ ওয়াজিব।
৯৯	যে কুরআন শিখে এবং মানুষকে শেখায় তাকে আল্লাহর নাবী কি বলেছেন?
উত্তর	সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং মানুষকে কুরআন শেখায়।
১০০	বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন শিখতে হবে কার নির্দেশ?
উত্তর	মহান আল্লাহ তায়ালায় নির্দেশ, (সূরা মুযযাম্মিল-০৪)।